195 ind

194

7208

S.I.E

অশ্রু-কণা ।

7208

অশ্রু-কণা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা;
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১১

3.2.94
7777

কলিকাতা,

২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেস হইতে

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ, দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
—চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।

উৎসর্গ।

৺নরেশচন্দ্র দত্ত

প্রিয়তমেষু।—

ভূমিকা।

এক্ষণকার ও পূর্ব্বে লিখিত কতকগুলি কবিতা একত্রিত করিয়া 'অশ্রু-কণা' প্রকাশিত হইল। অধিকাংশ কবিতা শোকসম্বন্ধীয় বলিয়া পুস্তকের নাম 'অশ্রুকণা' রহিল। সংসার সুখের অভিলাষী শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে?

'ভারতী' এবং 'কল্পনাতে' ইহার কতকগুলি কবিতা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল লইয়াছেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কবিতাগুলি নির্ব্বাচন ও স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

রচয়িত্রী।

তৃতীয় ও চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

'অশ্রুকণা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আশা করি নাই যে, উহা জনসমাজে এরূপ আদৃত হইবে। অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে 'অশ্রুকণা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় বুঝিয়াছি, সংসার শোকাশ্রুর মধ্যেও শান্তি এবং সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকে; বোধ করি, সে শান্তি ও সে সুখ শোকাশ্রুর মধ্যেই অধিক মিলে। তাই মানব-জীবনে দুর্ব্বিষহ শোকেরও যেমন অন্ত নাই, সান্ত্বনারও তেমনি অভাব নাই।

'অশ্রুকণা' পাঠ করিয়া বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটি কবিতা লিখেন, সেটি পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে রহিল। কবিতাটি প্রথমে "ভারতীর" সমালোচনায় বাহির হয়।

উক্ত কবি এখন স্বর্গীয় হইয়াছেন। তাঁহার অমৃত-প্রসূত লেখনী 'অশ্রুকণা' লেখিকাকে যে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছে, ভগবান্ তাঁহার বিধবাকেও সেই সান্ত্বনা দান করুন!

নির্ভুল পুস্তক বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হয় কি না, জানি না; 'অশ্রুকণা' যদি পাঠকবর্গের সম্মুখে ভ্রমশূন্যাবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, তবে তাহা "সাহিত্যের" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির গুণেই হইয়াছে। তিনি পুস্তক মুদ্রাঙ্কনসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি।

ওয়ালটেয়ার;
২০শে ভাদ্র, ১৩১১। } রচয়িত্রী।

সূচী।

উপহার	১
কবিতা	৩
পূর্ব্বছায়া	৪
একটি বিধবার প্রতি	৫
স্বপ্ন	৬
হায় কেন	৭
হৃদয় পাখী	৮
একি	৯
কতদিন	১০
মরীচিকা	১১
কোথায়	১৪
কেন আর	১৫
ভয়ে ভয়ে	১৬
শোও না	১৭
প্রাণের সমুদ্র	১৮
ভাব	১৯
জগৎ	২১
আকুল-ব্যাকুল হৃদি	২৩

ধ্রুব … …	২৪
দেখা হলে … …	২৭
একাদশী নিশি … …	২৯
ছাই … …	৩০
কীটদষ্ট কুসুম … …	৩৪
আজ … …	৩৫
জীবন হইতে যদি … …	৩৬
প্রভাতে … …	৩৭
সন্ধ্যায় … …	৩৮
তুমি … …	৩৯
আবাহন … …	৪১
ভিক্ষা-গীতি … …	৪২
অশ্রু … …	৪৪
প্রেমাঞ্জলি … …	৪৬
তুমি … …	৪৮
নিরাশা … …	৪৯
বিষাদ … …	৫১
অতীত … …	৫৩
পিতা … …	৫৪
সংসার … …	৫৬
ধ্রুবতারা … …	৫৮
প্রকৃতির প্রতি … …	৫৯

ছয় বৎসর	৬০
সমীর দূত	৬১
প্রেম-পিপাসা	৬৩
প্রকৃতি ও সুখ	৬৪
মাধবী	৬৬
পাখী	৬৭
ফিরাতে	৬৮
হয়ে অশ্রুজল	৬৯
কাল-বৈশাখী	৭০
স্বপ্নান্তে	৭১
জাগো	৭২
মনে পড়ে তায়	৭৩
হৃদয়	৭৫
বিষাদ গীতি	৭৬
যমুনা-কূলে	৭৭
গ্রাম্য-ছবি	৭৮
গার্হস্থ্য চিত্র	৮০
গোলাপ	৮২
প্রজাপতি	৮৩
দুটি কথা	৮৫
যেতে যেতে	৮৬
যাতনা রহে না ঢাকা	৮৭

জ্যোৎস্না	৮৮
বরুণা যাত্রা	৮৯
রত্নাবলী	৯১
প্রতিমা	৯২
চন্দ্রাবলী	৯৩
মথুরা ধামে	৯৬
মানভঞ্জন	৯৭
সুধা না গরল	৯৯
প্রত্যাখ্যান	১০০
রাণী	১০১
উৎকণ্ঠিতা	১০৩
আত্মিক মিলন	১০৫
স্নেহময়ী	১০৬
স্মৃতি বা অশান্তি	১০৮
দুই ভাই	১০৯
বিরহিণী	১১০
মাতা	১১১
শ্মশান	১১২
প্রেমময়ী	১১৩
বিধবা	১১৪
'পথে কে চলেছে গাই'	১১৫
সমাধিস্থান	১১৭

পর্ব্বতপ্রদেশ	১১৯
পাড়া গাঁ	১২১
স্বপ্ন	১২৩
কবি	১২৪
হাত ধরাধরি করে	১২৫
কে তোরা	১২৭
ধীরে ধীরে	১২৮
আধ খানা	১২৯
প্রিয়তম	১৩১
বর্ষা	১৩২
বাঁশরী	১৩৪
গীতি-কবিতা	১৩৬
কি বলিব হায়	১৩৭
সরসীজলে শশী	১৩৮
অনর্থ ব্যাকুলতা	১৪০
এস	১৪১
হেমা	১৪২
উপসংহার	১৪৪
শেষ	১৪৬
পরিশিষ্ট	১৪৭

RECEIVED

অশ্রু-কণা।

উপহার।

যা ছিল আমার, দেছি ;
        মোর যা,—তোমারি সব !
সবি পুরাতন, সখা,
        আছে অশ্রু-কণা নব !

এ নয় সে অশ্রু-রেখা,
        মানান্তে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না
        দেখা হ'লে ফুলবনে।

সে অশ্রু এ নয়, সখা,
        দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা
        হাসির কমল-থরে।

এ শোকাশ্রু !
নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা ।
এ শোকাশ্রু !
বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা ।
এ শোকাশ্রু !
হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন ।
এ শোকাশ্রু !
জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন !

কোথা আছ নাহি জানি,
জানি না হৃদয় তব ।
যা ছিল সকলি দেছি,
লও এ শোকাশ্রু নব ।

কবিতা।

উচ্ছ্বসিত হৃদি-খানি ল'য়ে উপহার,
অতি আকুলিত প্রাণে,
চাহিয়া মুখের পানে,
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর!

কহি তোরে বার বার,
কাছেতে এস না আর;
তোরে হেরি উছলি উঠিবে আঁখি-জল!
খুলিস্ না—থাক রুদ্ধ—স্মৃতির অর্গল।

বিদায়—বিদায়, বালা—
কবি সনে ক'র খেলা;—
হেথা, অশ্রু-জলে সিক্ত হবে পরাণ তোমার!
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর?

পূর্ব্ব-ছায়া।

সতত কোথায় যেন কে করে গো হাহাকার!
কেঁপে কেঁপে ওঠে বায়ু ল'য়ে প্রতিধ্বনি তার।
কে কাঁদে কিসের লাগি;
কে ক'রেছে সর্ব্বত্যাগী?
কেন এ করুণ রোল ঘেরে মোর চারিধার?
কেন বুকে উঠে শ্বাস,—যেন প্রতিধ্বনি তার!

একটি বিধবার প্রতি।

এ সঙ্গিনী তোমার,
পারেনি করিতে পূর্ব্বে প্রিয়-ব্যবহার।
অদৃষ্ট—এখন তারে—নিদয় হইয়া,
অশ্রু-স্রোতে গেছে, সখি, তোমাতে লইয়া!
ব'ল না এখন আর,
হৃদয় পাষাণ তার।
এখন সে সদা ভাবে তোমাদেরি কথা।
হৃদয়ে বহিছে সে যে তোমাদেরি ব্যথা!

স্বপ্ন।

কে তুমি করুণাময়ি, রজনী গভীর হ'লে,
নীরবেতে একাকিনী নেমে এস ধরাতলে ?
দেখিয়া দুখীর দুখ সজল কমল-আঁখি,
স্নেহের আঁচলে অশ্রু মুছে দাও বুকে রাখি!
মহান্ জগৎ এই,—উদার প্রকৃতি-রাণী
দেখাইতে পারে নাক কিছুতে যে কাব্য খানি,
অতীতের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙি কি কুহক-বলে,
গত-সুখ-রঙ গুলি
ধীরে ধীরে ল'য়ে তুলি
টেনে যাও সেই রেখা—আঁধার হৃদয়-তলে!

হায় কেন ?

হায় কেন—কেন আর পোড়াও দগধ হিয়া !
কত ক'রে ঢাকি যে গো শত আবরণ দিয়া !
সে প্রেম-অমিয়া যদি বিষে পরিণত হ'ল,
তবে আর, কেন সখা, স্বপন-মিলন বল !
কেন মরীচিকা হ'য়ে
ভুলাও এ শ্রান্ত হিয়ে ?—
তৃষিতে যাতনা দিয়ে, মিছে আর কিবা ফল !

হৃদয়-পাখী ।

আবদ্ধ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায় !
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায় ?
যতনে তনু-পিঞ্জরে
রাখিয়াছি সমাদরে ;
সুমধুর প্রেম-ফল,
সুবাসিত সুখ-জল,
অতি প্রিয়-সম্বোধন দিতেছি তাহায় ;—
তবু এ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায় !
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায় ?

এ কি ?

ঝটিকায় ধূলি যথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া
উড়িয়া, যতেক কিছু দেয় পূরাইয়া ;
নয়ন মেলিতে কিছু স্থান নাহি রয়,
চারিদিক ক'রে ফেলে কুজ্ঝটিকাময় ।—

তেমতি—

প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সাঁঝে, বুকের ভিতর
পাকিয়া, ঘুরিয়া—এ কি ওঠে নিরন্তর ?

কত দিন।

কত দিন দেহ হেন হ'য়ে দীন হীন
বহিবে জীবন-ভার লুটায়ে ধূলায় ?
কত দিন হৃদি এই ভগন কুটীরে,
রুদ্ধকণ্ঠে, ব'সে ব'সে, গাবে গান হায় !
সমাপন কবে হবে এই দুখ-গান ?
কবে রে মুদিব আমি সজল নয়ান ?
কি দেখিতে, নেত্রে আর সলিল ভরিয়া,
জগত-পথের ধারে রয়েছি পড়িয়া ?
কে মোর মুছাবে অশ্রু বসন-অঞ্চলে ?
নিজে মুছে হেথা হ'তে ধীরে যাই চ'লে !
যেতে যেতে, চ'লে যেতে চাহে না ত কেহ !
কেন এ করুণদৃষ্টি, পরিশ্রান্ত দেহ ?

মরীচিকা।

দিন দিন গণি দিন ;—পায় পায় পায়
না জানি রে কোন্ পথে চ'লেছি কোথায় ?
হেথা ত হ'ল না সুখ ; অবিরত বলি।—
জানি না কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি!
সকলেই কেঁদে যায় তুলে এক তান,
পূরিল না সাধ বলি মুদে দু-নয়ান।
ভুলে গিয়ে কল্পনার মধুর অমৃত বোলে,
পাগলের মত যায় ছুটে কল্পনার কোলে!
—কে বলিবে, সেথা গিয়ে পূরে কি প্রাণের আশ ?
অথবা, আঁধারে বসি, ফেলিবে দীরঘ-শ্বাস!
ওরে—ওরে মন মোর, কে আশ্বাস দিল তোরে
আশার রতন আছে—ভাবীর আঁধার ঘোরে!
নিশ্চিতেরে হেলা করি অনিশ্চিতে যার আশ,
লোকে বলে, তার ভাগ্যে ঘটে সুধু হা-হুতাশ।
আকুল হইয়া তবে, যাস্‌নে যাস্‌নে ছুটে!
মরিবি কি অবশেষে আঁধারেতে কাঁটা ফুটে ?

হেথা—

আছে দুখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাত্তি ;
নিরাশায় সুখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাত্তি ;
নদীতে তরঙ্গ আছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ;
পরাণে সঙ্গীত আছে, স্নেহের বাতাস ;
হরষের হাসি আছে, দুখের নিশ্বাস ;
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বদেশ, প্রবাস ;
আছে বিহঙ্গের গান, কুসুমবিকাশ ;
রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ ;
ঊষা আছে, সন্ধ্যা আছে, আছে সাধ, আশা ;
স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, আছে ভালবাসা ;
সাগর, ভূধর আছে, নগর, কানন ;
নিদ্রা, জাগরণ আছে, বিস্মৃতি, স্বপন ;
খেলা আছে, ধূলা আছে, আছে আলোচনা ;
জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, কবিতা, সাধনা ;
জনম, মরণ আছে, আছে স্বাস্থ্য, রোগ ;
নিত্য-নব-লীলাময় জগতের ভোগ।

তবে—
আকাশের পানে চেয়ে সজল নয়নে,
কি অভাবে ভাবিতেছ অকাল-মরণে ?
　　ভাব—ভাব একবার
　　জীবনের পর-পার !
　　যে চির-বিস্মৃতি চাও—
　　সেথা যদি নাহি পাও ?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয় !
কি করিবি—কি করিবি, তখন, হৃদয় ?

কোথায় ?

কোথায় গিয়েছে, কোথায় র'য়েছে,
পাব কি আবার, হায় !
দেহান্তে কি আছে ? কে মোরে বলিবে !
দেহান্তে পাব কি তায় ?
যদি নাই পাই, দেহান্ত না চাই,
হারাব কেন এ দুখ !
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ।
তার প্রেম-আশ তাহার আবাস,
তাহার আমি—এ বাদ,
তাহার এ দেহ, তাহার বিরহ
ত্যজিতে নাহিক সাধ !
পাব কি না পাব, কোথায় যাইব ?
চাহি না মরণ-পার !
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
এ অতি সুখ আমার !

কেন আর ?

বাছারা! কেন রে তোরা এমন করিয়া,
দিবানিশি কাছে কাছে বেড়াস্ ঘুরিয়া ?
শুষ্ক শাখে কেন আর ফুটাস্ মুকুল ?
নূতন বেদনা দিয়ে ঝরে যায় ফুল!
ওই—ওই তোদের ও কচি মুখ গুলি,
ওই—ওই তোদের ও মিষ্ট খেলা-ধূলি,
ওই রে তোদের হাসি-কান্না-সুধাধার,
কালের আগুনে হবে স্মৃতির অঙ্গার!
সবে তোরা দূরে দূরে থাকিস্ তফাত,
লাগিবে না মার গায়ে তা হ'লে আঘাত।
শিরীষ কুসুম সম ও সব হৃদয়,
নিতান্ত কাটিবে কি রে কাল নিরদয়!

ভয়ে ভয়ে।

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে ?
কচি কচি ঠোঁট দুটি কেন কাঁপে ধীরে ?
বিষাদ-গম্ভীর মুখ
দেখে কি কাঁপিছে বুক ?
—ঢল-ঢল আঁখি-যুগ ছল ছল নীরে !
আসিতে সাহস নাই,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই' ;—
ডাকিলেই এস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে !
আমার স্নেহের লতা,
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা !
কাঁপিছে অধর-পাতা, অভিমানী মেয়ে রে !
মুচেছি, মা, আঁখি-জলে ;
ভয় কি, মা, আয় কোলে ;
ডাকি দেখ্ 'মা, মা' ব'লে, আয় বুকে, রাণি রে !
—আয় বুকে অবশিষ্ট সুখ-হাসি-খানি রে !

শোওনা।

স্নেহের আদেশ তব করিয়া স্মরণ,
শেষের নিদেশ সেই করিয়া পালন
শুয়েছে—উল্লাস, সাধ, মুদিয়া নয়ন ;
ক'রেছে হৃদয় মোর ধূলিতে শয়ন !
নিদাঘ-প্রান্তরে ক্লান্ত শুইয়াছে তৃষা ;
অচেতনে শুয়েছে সাধের ভালবাসা।
শুয়েছে বিছায়ে স্মৃতি শুষ্ক পর্ণ-রাশি ;
শুয়েছে অশ্রুর কোলে হরষের হাসি ;
কাঁদিয়া শুয়েছে মোর প্রভাতের প্রাণ।—
এ জনমে করিবে না কেহ গাত্রোত্থান !

প্রাণের সমুদ্র।

প্রাণের সমুদ্রে প'ড়ে সাঁতারি উঠিতে চাই!
সুবিস্তৃত নীল জল, কূল না দেখিতে পাই!
কোথা হ'তে কোন্ সূত্রে, হেথায় প'ড়েছি এসে?
জানি নাক, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, কোথায় যেতেছি ভেসে।
ফিরে ফিরে, ধীরে ধীরে, যেতে চাই তীর পানে;
কোথা হ'তে আচম্বিতে ভাসায়ে নে যায় বানে।
অতি ক্ষুদ্র ফুল আমি, প্রবল তরঙ্গ-ঘায়
কতক্ষণ রব টি'কে; এমনি ভাসায়ে কায়!
দয়া ক'রে ফেল মোরে ভাসাইয়া উপকূলে,
নহিলে যে ডুবে মরি, প্রাণের অতল-তলে!
তীরে প'ড়ে শুকাইতে ভালবাসি—তাই চায়
শুকাতে জনম মোর;—শুকায়ে ত্যজিব কায়!

ভাব।

বৃথা তোরে ভালবাসা, বৃথা তোর আরাধনা।
নিয়ত নির্জ্জনে বসি,
তোর ওই মুখ-শশী
বৃথায় দিবস নিশি করিলাম উপাসনা।
একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরী,
অনন্তে মিলায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী!
ফুটিল, ঝরিল কত সুখের কুসুম-কলি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত উঠিল, ডুবিল ছলি!
আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে করিনু, ওরে?
মুকুলে জীবন হায় শুকায়ে পড়িছে ঝরে!
শীতের কাননে মোর সবি শুষ্ক তরু-লতা।
ভেবেছিনু তোরে ল'য়ে ভুলিব সকল ব্যথা!
ওই গলা ধ'রে তোর, জোড়া দিয়ে ভাঙা প্রাণ,
জীবনের ঝুজ্ঝটিকা, গানে হবে অবসান।
জানি না তোরেও ধ'রে শেষেতে পড়িব ফাঁকি!
বলিব যা, মনে ছিল,—কই তা? সকলি বাকী!

গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ ;
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান !
এ জনমে কিছু তরে বলা হইল না কথা !
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা !

7208
Cal. F.

জগৎ।

মাথা মোর ঘুরে গেল সারা দিন ভেবে ভেবে।
এ ধরা স্বপ্ন না সত্য? কে মোরে বুঝায়ে দেবে?
সত্য যদি, তবে সব কোথা যায় চ'লে
ছায়া-বাজি সম, ক্ষণ ছায়া-মায়া খেলে?
ওই যে কুসুম-রাণী, কচি মুখে হেসে,
জল করিয়াছে আলো হরষে সরসে,
সৌরভেতে আমোদিত হয়েছে উদ্যান,
ঝঙ্কারি ফিরিছে অলি গেয়ে প্রেম-গান;
ও সুষমা, সজীবতা হেরিয়া নয়নে,
সত্য বলি কার উহা নাহি লয় মনে?
কার মনে হয়,—ওর চিহ্ন নাহি রবে!
ভোজ-বাজি সম শেষে শেষ হ'য়ে যাবে!
শুকাবে সরসী-বারি সময়-অধীনে,
শুকাবে সরোজ-লতা জীবন বিহনে।
আজ যেথা সর-জলে সরোজিনী-পাশে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলিগুলি ফুটেছে উল্লাসে;

3.2.95
7771

কা'ল—

মায়ার বিচিত্র পটে দেখিতে দেখিতে,
হাসিবে রূপসী সেথা চারু প্রাসাদেতে।
এখন যথায় নীরে কলি গুলি দোলে,
দুলিবে তথায় শিশু জননীর কোলে।
আবার কালের করে, সে আনন্দ-হাট,
ঘুচে মুছে ধূ-ধূ শুধু করিবেক মাঠ!
যুগান্তে সে মাঠ পুন ডুবে যাবে জলে,
ছুটিবে সাগর-ঊর্ম্মি কল্লোলে কল্লোলে।
কালেতে সমুদ্র পুন শুষ্ক হয়ে যাবে,
অনন্ত সলিল-হৃদে দাগ নাহি রবে।

তবে—

এ ধরা—স্বপ্ন না সত্য? কে কবে নিশ্চয়?
সত্য কভু একেবারে হয় কি রে লয়?
আহা, শুকাইবে ফুল, শুকাইবে তুমি!
মিলাইয়া যাব হায় এ সাধের আমি!

আকুল ব্যাকুল হৃদি।

আকুল ব্যাকুল হৃদি, কি যেন বাজিছে প্রাণে!
শূন্য দৃষ্টে চেয়ে আছি শূন্য আকাশের পানে!
জীবন যাতনা যেন, যেন অভাবের ঘোর!
পিছনে ফেলিছে যেন কে নিশ্বাস, আঁখি-লোর!
উড়ু-উড়ু প্রাণ-পাখী, বাঁধা র'তে নাহি চায়!
কোথাকার বন-পাখী সতত কাঁদিছে হায়!

ধ্রুব।

জীবনের বিভাবরী
দীর্ঘ-শ্বাসে শেষ করি
চেয়ে আছি হায় যেই প্রভাত-আশায়;
আশা-তৃণগাছি ধরি,
বিরহ-পাথার তরি
যেই উপকূল স্মরি;—পাইব কি তায়?
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

এ দীর্ঘ জীবন-পথে
একেলা কি হবে যেতে?—
পথে কি হবে না দেখা, সঙ্গে কভু তার!
কে বলে দেবে গো মোরে,
পাব কত দিন পরে?—
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার!

অনন্ত নেপথ্যে-মাঝে,
সে যেন কোথায় আছে !
মাঝে মাঝে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয় !
আকুল পরাণ, হায়,
ঘরে না রহিতে চায় !
সদা যাই-যাই—গায়, উদাস হিয়ায় ।

চাহিয়া চাহিয়া পথে,
এমন বিষণ্ণ চিতে,
দারুণ চাতক-ব্রতে কত রব, হায় !
মধুরে বাজিছে বাঁশী,
হাসিছে কুসুম-রাশি,
বিশদ জোছনা-নিশি, সবি শূন্য ভায় !

রয়েছে কুসুম ঢালা,
গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায় !

আশার শিশির-বারি
সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি,—হবে কি বৃথায়?
সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

কোথা আছ,—কোথা তুমি,—কত দূরে হায়!
জীবনের বিভাবরী ফুরাইয়া যায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

দেখা হলে।

জমায়ে জমায়ে তোরে রেখে দিব, মন-কথা !
সেই দিন—দেখা হলে দেখিবি হয়েছে গাঁথা !
দেখিতে দেখিতে কোথা হাসিবে ঈষৎ হাসি,
কভু বা কোথায়—দেখি, আঁখি-জলে যাবে ভাসি।

তার—
সে জল দেখিয়া, আঁখি, তুইও বরষিবি জল !
তনু রে ! বিবশা হয়ে কোথায় পড়িবি বল্ !
যখন রে তোর পানে পড়িবে তৃষিত আঁখি,
চমকি উঠিয়া, মন, ভেঙ্গে তুই যাবি নাকি !—

না—না !
আনন্দে সরমে তুই রহিবি আনত হয়ে,
ফুট-ফুট-হাসি তুই, ফুটিবি না ভয়ে ভয়ে।
কর ! সে কুন্তলগুলি ধীরে ধীরে গুছাইবি,
সলিলে পূর্ণিত আঁখি অঞ্চলে মুছায়ে দিবি।

জমাইয়া রাখি তবে, মোর সাধ আশাগুলি,
সেই দিন দেখা হলে দেখাইব খুলি-খুলি।
তার—
দেখিতে দেখিতে মনে পড়িবে এ ধরাধাম,
মৃদু হাসে মৃদু শ্বাসে সুধাবে তাদের নাম।
গত-জন্ম মনে করি চাহিয়া ধরণী পানে,
কত স্মৃতি, সুখ, স্বপ্ন কাঁপিবে দুইটি প্রাণে!

একাদশী নিশি।

আমার হৃদয়-নিধি, নিশা, কেড়ে নিয়ে গেলে!
কোন্ লাজে এসে পুন হেসে দরশন দিলে?
আবার আজি কি আশে
আসিলে এ শূন্যাবাসে?—
কেমন আঁধার হৃদি, তাই কি দেখিতে এলে?

এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটীরে বস,
এস ঢালি আঁখি-জল তোমার পদ-যুগলে।
এলে রেখে কার কাছে!
কোথা সে, কেমন আছে?
এ সব কি মনে আছে, কি সব গিয়েছে ভুলে?
বল, বল, বিভাবরি,
মিলনের আশে তারি,
রাখিয়াছি এ জীবন, দর্শন কি পাব কালে!
এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটীরে বস,
দেখে যাও ভাঙা হৃদি, পরতে পরতে খুলে।
বলে যাও ঝুটো কথা, এ জীবন থাকি ভুলে!

ছাই।

জীবনের পরপার নাই,
মানবের পরিণাম ছাই!
দেহ শুধু ভূতের ভবন,
প্রাণ শুধু বায়ুর মিলন।
আশা, তৃষা, সুখ, দুখ, ধেয়ান, ধারণা,
এ সকল ভূতের যোজনা।
এ প্রকৃতি ছায়ের রচনা!

নিশ্বাস ফুরালে আমি ছাই!
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই!

তবে কেন এত আড়ম্বর,
কেন তবে প্রকৃতি সুন্দর,
কেন তবে হৃদয়ে উল্লাস,
তবে কেন আর প্রেম-আশ?
কেন তবে সুখ, দুখ, তৃষা,
কেন বা মধুর ভালবাসা?
কেন তবে অনন্তের ধ্যান,
তবে কেন সঙ্গীত মহান্?

তুমি আমি শুধু যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই—
কেন তবে এতেক আকুল ?
তুমি যদি ভস্মের পুতুল !
বৃথা কেন, এই পাঠাগার,
জীবনের নাই পরপার !
ঘুচে গেল যত গণ্ডগোল,
বল হরি, হরি, হরিবোল !

ধরায় সকলি যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই,—
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম,
কেন বা বিহগ করে গান ?
লতিকায় কেন ফুটে ফুল,
তরু ধরে পল্লব মুকুল ?
কেন বা বসন্ত হেসে হেসে
ধরারে সাজায় ফুল-বেশে ?
বৃথা বহে সিন্ধুপানে নদী ;—
নর নারী ছায়ের অবধি !

বৃথা কেন ইন্দ্রজাল মেলা ?
খেল, মৃত্যু, ছায়েরই খেলা !

ডাক কেন একেক করিয়া,
একেবারে লও না ডাকিয়া ?
মধু-স্বরে ডাক একবার,—
মোরা হই ভস্ম-স্তূপাকার !
কোটি কোটি অণু বুকে-বুকে,
অচেতনে ঘুমাইব সুখে !

বায়ু ! বহ ছাই উড়াইয়া,
মানবের অস্তিত্ব গাইয়া।
সলিল ! বহ না বুকে ছাই,
মানবের পরিণাম তাই !
আকাশ ! পূরায়ে ফেল ছাই,
জীবনের পরপার নাই !

ছাই যদি শেষেতে সকল,
কেন তবে তুই অশ্রুজল?
ছাই যদি মানব-জীবন,
তবে করি ছাই আভরণ!
যতটুকু দেহে আছে প্রাণ,
বসে বসে গাই ছাই-গান!

কীটদষ্ট কুসুম।

জানি আমি জানি, রে কুসুম,
বুকে তোর কি ব্যথা বিষম!
মরণের কীট তোর সুবাসের তলে,
কাটিতেছে প্রতি পলে পলে!
বসে আছি ঝরিবার তরে,
তুমি আমি, এ আকাশ-তলে!

আজ।

শ্যামল প্রান্তর আজ অবসন্ন কেন ?
শূন্য মনে শূন্যে চেয়ে রহিয়াছে যেন !
হরিত পল্লবচয় করিয়া আনত,
স্তম্ভিত হইয়া তরু ভাবে অবিরত।
গোলাপের গণ্ড-রাগ হয়েছে মলিন ;
শিশির-অশ্রুতে সিক্ত হয়েছে নলিন।
তটিনী যেতেছে বহি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
দুখীর রোদন সম, বাঁধিয়া বাঁধিয়া !
পূর্ণিমার নিশি যেন বিবশা হইয়া,
তটিনীর উপকূলে পড়েছে শুইয়া !
সমীরণ ভ্রমিতেছে উদাসীন প্রায়,
বিয়োগীর শ্বাস সম, করি হায় হায় !
চঞ্চল আছিল মোর সাধের কানন,
কার তরে হয়ে আছে স্তম্ভিত এমন !

জীবন হইতে যদি।

জীবন হইতে যদি চলে গেল ঘুম-ঘোর,
কেন নাহি যায় চলে প্রাণের স্বপন মোর!
যাক্, যাক্—দূরে যাক্, প্রাণের সাধের আশ,
ভাঙা ঘরে চাঁদ-আলো, অভাগ্যের উপহাস!
ডাকুক শিবার দল মণ্ডলী করিয়া ঘোর,
জীবন্তে মৃতের সম হউক্ হৃদয় মোর!
সঞ্জীবনী মন্ত্র মত, আয় রে মরণ আয়!
প্রত্যক্ষ মিলন মত পদ্ম-হস্ত দে রে গায়।
মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চলে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণি, খুলে নে গো, স্নেহের শিকল তোর!
দে গো ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-তরুতে মোর!
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা, আমা হতে সমাধান!
তোমার ও শুভ্র বুকে কালিমার বিন্দু হয়ে,
থাকিতে পারি না আর, এ ভার জীবন লয়ে!

প্রভাতে।

কে তুমি! জানি না আমি, জ্যোতি কি শকতি-ময়!
কেমন সুন্দর তুমি, কিবা গুণ, প্রেমময়!
জানি সুধু—এই সুধু, তুমি মহা আকর্ষণ!
জানি সুধু—এই সুধু, তুমি মহা বিকীরণ!
তব আকর্ষণে জ্যানি দেহ ছেড়ে যায় প্রাণ;
তব বিকীরণে ধরা নিত্য-নব শোভমান!
অনন্ত জীবন তুমি, তুমি একা, আত্মময়!
কল্পনা-বাসনা-সিন্ধু, মহা সুখ-দুখময়!
কেন ভাল বাসি তোমা, তাহা আমি নাহি জানি;
তোমায় যে বাসে ভাল, সে পায় তা, অনুমানি!
অকূল জগত পারে, তুমি পিতা, ধ্রুব-তারা।—
তোমারি পানেতে চেয়ে মুছে ফেলি আঁখি-ধারা।

সন্ধ্যায়।

আপন করম-ফলে দুখভাগী ধরাতলে।
না বুঝে, তোমায় লোকে নিরদয় বিধি বলে।
　　তুমি সর্ব্ব-সুখ-হেতু,
　　তুমি ভূমানন্দ-কেতু,
তুমি সর্ব্ব-শান্তি-সেতু, ভাবেনাক মোহে ভুলে।
কে পাঠালে এ জগতে, কার এ হৃদয় প্রাণ?
কার দেওয়া সুখ দুখ, এ আরম্ভ, অবসান?
কে দিল নয়নে নব উষার আলোক জ্বালি?
কার এ মধুর সন্ধ্যা, শিরেতে তিমির-ডালি!

তুমি।

জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয় তুমি,
তা কিছু জানি না আমি,
তোমাকে পাইব কিন্তু আশা আছে মনে ;—
উচাটিত যবে চিত্ত তোমারি কারণে।
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে,—
দেখে প্রকৃতির ক্রম-উন্নতি-বিধানে।
যবে অতি শিশু-কালে,
অজ্ঞান-তিমির-জালে,
আচ্ছন্ন আছিল হৃদি, কে জানিত মনে,
মধ্যাহ্নে উদিয়া রবি আলোকিবে বনে।
গুটিকার কাল যাবে,
প্রজাপতি হব তবে ;—
বিশ্বাস হারায়ে ভবে কি ফল জীবনে,
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে।

তুমি নাই বলে যারা,
কর্ণ-হীন তরী তারা ;—
দিক্-হারা, কূল-হারা, বিঘূর্ণিত প্রাণে।
আশা-হীন, লক্ষ্য-হীন, নিরাশ জীবনে।
তুমি নাই যদি, হায় !—
—এ ভাব কেন হিয়ায় ?
সদা আকুলিত চিত কাহার কারণে ?
কারণ-কারণ তুমি, বুঝিব কেমনে !
তোমায় খুঁজে না পাই,
তা বলে কি তুমি নাই ?—
—অসীম অনন্তে ধাই তব অন্বেষণে।
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে।

আবাহন।

শূন্য করিলে যদি এ হৃদয়-সুধালয়,
হৃদয়-রঞ্জন বেশে এস তবে দয়াময়।
    দেখ, নাথ, দেখ, দেখ ;
    শূন্য গৃহ রেখনাক!
শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।—
বিতরি করুণা-প্রেম, কর হে আলোকময়!

এ নিদাঘ মরু-হৃদে, তুমি সহকার হয়ে
বস ; এ পথিক-প্রাণ জুড়াক তোমারে পেয়ে!
এস, নাথ এস—এস, চির-নব প্রেমরূপে,
সজল করুণ আঁখি, হাসি-বিকশিত মুখে!
এস হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এস মৃত্যুর সম্পদ!
শোকের নয়ন-জলে ধোয়াই কমল-পদ!

ভিক্ষা-গীতি।

১

লইয়া আনন্দ-উষা, দেহ দুখ-বিভাবরী ;
জানি না—জানি না, নাথ, কি হেতু, এ মনে করি !

শুভ বা অশুভ হক্,
সবে তব ছায়া রক্ ;
সতত তোমারে যেন হৃদয়-গগনে হেরি।
ও মুখ চাহিয়া তব,
যা দিবে সকলি সব—
ঝটিকা, করকাপাত, তোমারি চরণ ধরি।

তুমি যদি চাও, বিধি !
ভাঙিতে এ নারী-হৃদি,
ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি !

না জানি কি সুধামাখা ওই তব পা দুখানি ;
যত দুখ পাই ভবে, তত করি টানাটানি।

২

লও, লও প্রণিপাত,
এই ভিক্ষা দাও নাথ,—
যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা-ভার!
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হতে চলে গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও নাথ, লও কাছে!
সেই ক্ষীণ দেহ খানি, শীতল শান্তির ছায়,
বিরাম-শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায়!
এ দুখ-আতপ-জ্বালা,
এ খেদ-কণ্টক-মালা,
এ অশান্তি-নিত্য-ছলা, এ অশ্রু, এ হাহাকার,
পশে না শ্রবণে যেন, পরশে না হৃদি তার!

অশ্রু।

ওরে প্রিয় অশ্রু-ধার,
প্রণয় পূজার চির-সঙ্গিনী আমার !
পবিত্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে,
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে।
শুভ্রবাস পূত বলি তাই তারে পরি,
তা হতেও পূত তুই, ওরে অশ্রু-বারি !
প্রেম যবে মূর্ত্তিমান্ ছিলেন আমার,
পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার।
কোমল কুসুমে কত মালিকা গাঁথিয়া,
তুষিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া।
পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি,
কেহ বা মলিন, শুষ্ক, কেহ বা ফোটেনি।
মধ্যে তার তীক্ষ্ণধার সূতা এক রেখা,
'যোগ্য ইহা নয়', যেন এই তায় লেখা।

স্বর্গের দেবতা প্রেম গেছেন যথায়,
সুকোমল কত হৃদি পূজিতেছে তাঁয়।
উদ্দেশে এখন তাঁর করিব পূজন,
কুসুম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন।
পেয়েছি মনের মত রতন আমার,
সুকোমল, পূতোজ্জ্বল নিধি,—অশ্রু-ধার!
আয় অশ্রু, প্রেম-দেবে মানস-আসনে
বসায়ে, সাজাই তাঁরে মুকুতা-ভূষণে।

প্রেমাঞ্জলি।

শুষ্ক হৃদে ভবেশের পূজা বিধি নয়,
প্রেমের জগত তাঁর, তিনি প্রেমময়!
এস বিভু, প্রেমাঞ্জলি দিব ও চরণে,
এ প্রেম-কুসুম কারে দিব তোমা বিনে!
এই উচ্ছ্বসিত হৃদি, এই অশ্রু-ধার,
হে বিভু, তোমারি ইহা, লও উপহার!
যজ্ঞ-ভাগ নিতে যথা আসেন অমর,
একি—এ! নিকটে কেন এলে প্রাণেশ্বর!
সেই হাসিমাখা আঁখি,—সেই প্রেমানন,—
এই যে আঁখির আগে করি দরশন!
মিথ্যা আমি দিতে চাই বিভুর চরণে।
প্রণয়-প্রসূন, নাথ, তোমারি কারণে।
এস, নাথ, সব ত্যজি এস, প্রিয়তম,
পূজিব তোমায় আমি ইষ্ট-দেব সম।
ত্রুটি যাহা রয়ে গেছে বিগত পূজনে,
এখন সে ক্ষোভ আর রাখিব না মনে।

আজীবন ও মূরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে !
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুকাবে,
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।
এ মূর্ত্তি অন্তর করি হৃদয় হইতে,
হে বিভু, তোমায় আমি নারিব পূজিতে !
পারি না ভাবিতে, প্রভু, তোমার চরণ !
অধিকৃত করি নাথ, হৃদি-সিংহাসন !
হে নাথ, অনাথনাথ, ক্ষম পাপিনীরে ;
তব আগে প্রেমাঞ্জলি দিই প্রাণেশ্বরে।

তুমি।

তুমি কি গিয়াছ চলে ?
না না, তা ত নয়।
যদিন বাঁচিব আমি,
তদিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো
শুধু তোমা-ময়।
তুমি ছাড়া আমি কেবা,—
শূন্য—শূন্যময়।
তুমি কি গিয়াছ চলে
তা ত নয়, নয়।
স্মৃতির মন্দিরে মম,
প্রতিষ্ঠিত দেব সম
চির-বিরাজিত তুমি,
অমর প্রাণেশ!
চির-জন্ম-স্মৃতি তুমি,
সৌন্দর্য্য অশেষ!

নিরাশা।

নিরাশা! দহিছ বটে
দিবানিশি অবিরত
প্রেমের এ স্বর্ণময় পূত পীঠস্থান;
কিন্তু, করিও না মনে,
তব তীব্র শিখাগুণে
দহিয়া, এ চিত্ত মোর করিবে শ্মশান!

দূর কর ভ্রম তোর;—
প্রেমের নিকুঞ্জে মোর
উজ্জ্বল সুবর্ণে হেথা সকলি রচন।
দেখ্‌ রে, কি পায় স্ফূর্ত্তি,
প্রেমের সুবর্ণ মূর্ত্তি!
আলোকিত ক'রে মোর মানস-আসন।

হেথা কি দহিবে তুমি,—
প্রেমের সুবর্ণ-ভূমি?

দহিলে উজ্জ্বল হয়, জান না কি সোণা ?—
নিরাশা রে, বৃথা তোর বিকল বাসনা !

যত দিন দেহ রবে,
এ হৃদি রহিবে ভবে,
তত দিন সে মূরতি তেমনি রহিবে।
অতীতের প্রলেপন
যতই পড়িবে ঘন,
ততই উজ্জ্বল হয়ে ফুটিয়া উঠিবে !

বিষাদ।

বিশাল জগতে কোথা নাহি কি রে হেন স্থান—
যেথানে রাখিস্ তোর স্তবধ আঁধার প্রাণ ?
প্রাণের নিভৃত গৃহে যেন তুই বন্দী-চোর ;
ইচ্ছা করে বন্দী কেন হলি রে পরাণে মোর !
ছেলেবেলাকার সঙ্গী জানি রে, বিষাদ তোরে,
আর যত সঙ্গী মোর গেছে আমা হতে দূরে।
ভুলিয়া গিয়াছে তারা আমার হৃদয়-ঘর,
শৈশবে খেলিয়া যেথা সুখী হত নিরন্তর।
কত দিন উষাতে যে তারা মোর সঙ্গে মিলে
কুড়াইতে শেফালিকা, যাইত তরুর মূলে।
অঙ্গুলি পরশে যত খসে যেত ফুল-কলি,
ডাকিতিস্ পিছে তুই, 'আয় ফিরে আয়' বলি।
সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া গিয়া ধরিতাম প্রজাপতি,
আহা কি কোমল, মরি ! আহা কি সুন্দর ভাতি ;—
অমনি বিষাদ তুই জানি না রে কোথা হতে
ডেকে বলিতিস্ মোরে, 'দাও ওরে ঘরে যেতে'।

শৈশবে শৈশব-খেলা খেলিয়া পাইনি সুখ,
সবেতে থাকিত মিশে তোর ও আঁধার মুখ!
এখন নীরবে সুধু আঁকড়ি পরাণ মোর,
হুহু করে নিয়তই ফেলিস্ নিশ্বাস ঘোর।
আঁধার মেঘের মত, কোথা হতে ধীরে ধীরে,
হৃদয়-গগন মোর ছেয়ে দিস্ একেবারে!

অতীত।

অবোধ নয়ন ওরে, অমন আকুল কেন ?
কাতর হইয়া কেন চাও ?—
এই বর্ত্তমান যদি তোমার প্রবাস-ভূমি,
স্বদেশ-অতীত পানে যাও !
সেথায় নবীন রাগে ভ্রমিছে ভ্রমর কত,
মধু চাহি আশার মুকুলে ;
বাসনা-লহরী স্তুত প্রাণের আবেগে ছুটে
ঘুমাইছে গীতি-উপকুলে।
নবীন যৌবন-কুঞ্জে প্রেমের জোছনা হাসে,
ছড়াইয়া মল্লিকার ভাতি ;
স্মৃতির মাঝারে কিবা উজ্জল মধুর বিভা
বিকশিত চাঁদিমার রাতি !

পিতা।

আঁধার সমুদ্র-গর্ভে মুকুতার সম
　　থাকে যদি কিছু এই জীবনে আমার,
তোমারি নিকটে, পিতা, পেয়েছি তা আমি,
　　তাই নহে এ জীবন খালি অন্ধকার।
একেকটি কথা তব,—জীবনের কণা,
　　গঠন করেছে এই জীবন আমার;
একেকটি শিক্ষা তব, বজ্র-সম মানা,
　　যার বলে সয়ে আছি বিরহ তোমার!
এখনো আমারে, পিতা, দেয় গো সান্ত্বনা
　　তোমার অমৃত-ভাষা, মোর মাঝে থাকি;
এখনো ভুলিলে পথ ডেকে করে মানা,—
　　সদা খুলে দেয় মোর মোহ-অন্ধ আঁখি।
কিসে করিয়াছে দৃঢ় বিশ্বাসের মূল?
　　একটি কেবল তব স্নেহের বচন।—
বলিতে, "লোকান্তে, মা গো, নাহি হবে ভুল,
　　মাঝে মাঝে দেখে যাব তোদের আনন।"

বলেছ যখন, দেব, মিথ্যা নহে বাণী।
পিতৃ-স্নেহ স্বপ্ন নয়, সত্য বলে জানি।
তাই মনে করে আমি মানি লোকান্তর,
থেকে এই মায়া-ময় ছায়া-বাজি দেশে;
তাই মনে করে চাই আকাশের পানে,—
পূর্ণ হয় শূন্য প্রাণ আশার আশ্বাসে!
যেমন মৃণালখণ্ডে সূত্র সম্মিলিত,
লোকান্তরে থাকি তুমি এ প্রাণে জীবিত!
তোমারি স্নেহের দৃষ্টি শিখায়েছে মোরে
জগতে করিতে স্নেহ—প্রত্যেক প্রাণীরে।
শৈশবে ধরিয়া হাত দেখায়েছ পথ,
কত মতে তুষেছ পূরেছ মনোরথ।
কি বলে বিদায় লব, করি প্রণিপাত;
জগত-পিতার সনে তুমি ধর হাত।
তব স্নেহ-আঁখি যেন ধ্রুব-তারা হয়ে
নিয়ে যায় ভবার্ণবে পথ দেখাইয়ে।
কত সাধ ছিল হায়, সবি র'ল মনে,
কি দিব তোমায়, দেব, প্রণমি চরণে।

সংসার।

সংসারের সুখ, দুখ,
ইহা কিছু নহে ত নূতন।
তবে কেন দুখ আলিঙ্গিতে
ভয়ে কেঁপে উঠিতেছ, মন!
কাঁদিছ অভাবে যার, নিকটে ছিল সে যবে,
তখনি কি ছিল না বেদনা;—
তবে কেন—কি লাগি শোচনা?
যাহার অভাব নাই, কি আছে তাহার ছাই!
অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র সে পরাণ!
গলে বাঁধা স্বার্থের পাষাণ।
ধরণীর সুখ, দুখ, নিশার স্বপন সম,
তার লাগি কেন ম্রিয়মাণ?
মুছে ফেলে আঁখি-জল, ত্যজ শয্যা-ধরাতল,
দেখ—দেখ পূর্ব্ব-পানে চেয়ে।

সোণার বরণ-ঘটা অরুণ কিরণ-ছটা
আসিয়াছে আশীর্ব্বাদ লয়ে !
জগতে উথলে বান, আকাশে আহ্বান-গান,
সবে ডাকে 'আয় আয়' বলি।
ওরে, তুই ধূলিকণা, ধূলি হইবার আগে
একবার দেখ্‌ মাথা তুলি।

ধ্রুব-তারা ।

সুখে দুখে অনিমিখে আমার নয়ন-যুগ
দেখিতে পায় গো যেন তোমার ও প্রেম-মুখে ।
সুখ-মরীচিকা-ভ্রমে
নাহি মরি মরুভূমে ;
অকূল শোক-অর্ণবে নাহি হই লক্ষ্য-হারা ।
চেয়ে থেক ধ্রুব-তারা !
অজ্ঞান-তামসী-নিশি,
আঁধারিয়া দশদিশি,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে পথে যেন নাহি করে সারা ।
চেয়ে থেক ধ্রুব-তারা !

প্রকৃতির প্রতি।

কোন নিঠুরের শাপে, প্রকৃতি লো, কোন্ পাপে-
হয়েছিস্ বিহীন-পরাণ ?
সেই নাক, সেই মুখ, সেই হস্ত, সেই বুক,
সবই সই, অহল্যা পাষাণ !
কোথা সে পরাণ তোর, আমার পরাণ ভোর,
ছিল যাহে দিবস রজনী ?—
কে হরি লইল মরি, সেই তোর সে মাধুরী,
হৃদয়ের ভাবতরঙ্গিণী ?
শিশির, শরৎ, শীত, নিদাঘ, মধু, প্রাবৃট,
আসে যায় সহচর সাথ ;
কিন্তু, সবই কেন হেন, পরাণ-বিহীন যেন,
রঙ্গচিত্র সম প্রতিভাত ?
অথবা, তুমি কিবা আমি নাই, কে কহে, কারে সুধাই,
এর মাঝে কে গতজীবন ?
ওরে, সদাই সুধাই হিয়া, তুই কিবা আমি ছায়া,
কে বুঝায় ধ্রুব বিবরণ !

ছয় বৎসর।

প্রবাসে বিরহে যার মৃতাধিক প্রাণে,
দিবসে বিরহ যার নিশা যেত মানে,
সে এবে জগতাতীত বিধির বিধানে।
ঘুমালে্ যে দীপ লয়ে নেহারিত মুখ,
যে আগে না শুধালে ডেকে না ফুটিত মুখ ;—
এবে নিশি দিন ডাকি ডাকি,
কেঁদে শ্রান্ত হ'ল আঁখি,
না মিলিল আধ ভাষা জুড়াইতে বুক।
হায়! কোথা সে বধির হয়ে সম চির-মূক!
ক্রমে তার অদর্শন হল অর্দ্ধ যুগ ;—
ফাটিল না, ফাটিল না তবু পোড়া বুক!

সমীর দূত।

প্রতিদিন দূত-পদে বরি তোমা বার মাস
বুঝিয়াছি, আজ তুমি গেছিলে তাহার পাশ।
প্রতিদিন লয়ে যাও কত সুখ-দুঃখ-বাণী,
কভু উত্তরে আনিতে নার মৃদু কথা আধখানি।
তাহাতে কত না মনে ভেবেছি নিঠুর তারে;
ঘুরেছে সন্দেহ শত হৃদয়ের ধারে ধারে।
না জানে তোমারে কেবা কেমন সে রীতি তব,
তোমারে পাঠায়ে বল কেমনে নিশ্চিন্ত হব।
পথে, বসন্তে কুসুম হাসে কানন খুলিলে প্রাণ,
সেথা, লুকায়ে অলির পাথে তুমি তোল মৃদু তান।
সারাদিন গুণগুণ গুণগুণ গীত কর,
শেষে, বনের বুকের মাঝে প্রদোষে ঘুমায়ে পড়।
কভু, প্রাবৃট তটিনীকূলে কুলু কুলু রব তুলে,
কভু পাপিয়ার গলে বিদার আকাশ-প্রাণ;
কভু, মনসাধে তরুপাতে মৃদু মরমর তান।

কোথা না তোমার খেলা? নিত্য করিয়াছ হেলা;—
কি জানি কি মনে ভেবে আজি পূরায়েছ আশ;
বুঝিয়াছি, আজ তুমি গেছিলে তাহার পাশ।
সেই সে সৌরভ পূত বহিছে তোমার গায়,
তব পরশনে আজি শত কথা মনে ভায়।
আকুল তাহার তরে আজি সারা মন প্রাণ;
বুঝেছি, এখনি মোরে সে দিবে দর্শনদান।

প্রেম-পিপাসা।

আয় রে, আয় রে, প্রেম-পিপাসা,
মরম-বিজনে লুকায়ে রাখি !
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে লয়ে আমি মুদি এ আঁখি !
শুখায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক্ !
ফাটিতেছে হৃদি, আরো ফেটে যাক্ !
থাক্ মুখে মুখে,
থাক্ বুকে বুকে,
হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাথামাখি !
নিরাশা আসিছে আশায় মিশিতে,
জগত আসিছে আড়াল দিতে ;—
আয়, আয়, তোরে লুকায়ে রাখি !
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে হৃদে ধরে মুদি এ আঁখি।

প্রকৃতি ও দুখ।

ফুল—

"ভালবাস তুমি যেই হাসি,
ফুটেছে তা আমার বয়ানে।
নিত্য তাহা আমি দেখাইব,
কেন গো চাবে না মোর পানে?"

ঊষা—

"ভালবাস তুমি যেই জ্যোতি,
এই দেখ আমার নয়ানে।
অনিমিখে তোমা পানে চাব,
মুখ তুলে চেও মোর পানে!"

নির্ঝর—

"তুমি চাও যেমন হৃদয়,
তেমনি তোমায় দিব, আয়!
অতি যত্নে লুকায়ে রাখিব,
এ নিভৃত-হৃদয়-কারায়।"

সমুদ্র—

"প্রাণে তব দহিছে যে তৃষা,
নিবে যাবে সদা লীলা-রঙ্গে।
হৃদয়ে যে হয়েছে আবর্ত্ত,
যাবে ঢেকে তরঙ্গে তরঙ্গে!"

দুখ—

"আয়, আয়, আয় বুকে আয়!
তোরে ছেড়ে থাকা মোর দায়।
তুই মোরে কভু ভুলিবি না,
আমি তোর জীবন, চেতনা!"

মাধবী।

বসন্ত এসেছে, বন সেজেছে কুসুম-বেশে,
বিটপী, ব্রততী সবে ফুল পরে হেসে হেসে।
কেন গো মাধবি, তুমি, কেন গো কিসের দুখে,
মলিন-পল্লব-বাস পরে আছ অধোমুখে?
কেন না নিরখি দেহে হরিত পল্লব নব?
কুসুম-মুকুট শিরে পরনি কেন গো তব!

আগে—
প্রতি-সন্ধ্যা বসিতাম তব সুশীতল মূলে,
কুসুম-কুমারগুলি সোহাগেতে দিতে কোলে;
মৃদু মৃদু মরমরি পাতা নাড়ি গেয়ে গান,
স্নিগ্ধ সুরভি ঢালি আকুল করিতে প্রাণ।
আজ কেন বিষাদিনী!
তুমিও কি অভাগিনী?—
তোমারো কি গেছে, সখি, চির সুখ, মধু-মাসে?
কাঁদিবে আমারি মত মলিন বৈধব্য-বাসে!

পাখী।

উড়িয়া পলাল পাখী বলিয়া কি বুলি রে !
মিশিয়া সুদূর নীলে,
কোথায় যাইল চলে !
কি সুধা যাইল ঢেলে পরাণ আকুলি রে !
জীবনের সাধ, আশা, অমনি করিয়া, হায়,
সুদূর আকাশ-তলে মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায় !

ফিরাতে।

ফিরাতে কালের স্রোত কে পারে যতন করে,
প্রবাহিত আঁখি-বারি রাখিতে কে পারে ধরে ?
তরঙ্গ-প্রমত্ত-সিন্ধু গরজি চলিলে রোষে,
উজান বাহিতে তারে কে পারে গো ধরে কেশে ?—
কে জানে এমন গান,
এমন মধুর তান,
ফুটায় জোছনা-হাসি অমার আঁধার-দেশে !
ছড়ায় বসন্ত-ফুল বসন্ত-সমাধি-শেষে !

হয়ে অশ্রুজল।

জন্মিতাম আমি যদি হয়ে অশ্রুজল !
দুখীর গভীর বুকে,
উছলিয়া মন-সুখে,
নয়নে থাকিয়া অবিরল
ঝরে পড়ে ব্যথা করে দিতাম শীতল।
যদি রে হতেম অশ্রুজল—
বিরহের অবসানে,
মিলনের সুখ-দিনে,
উদিয়া নয়ন-প্রান্তে, হইয়া তরল,
ভিজায়ে দিতাম কত বদন-কমল !
কুঞ্চিত কেশের পরে
মুকুতা দিতাম ঘিরে,
কম্পিত কপোল, ওষ্ঠ নিষিক্ত করিয়ে—
সুখ-ভরে যেতেম বহিয়ে !
সবার হৃদয়ে পশি,
রতেম নীরবে মিশি,
সুখ-দুখ, কিছু নাহি পেত অনুমান।
জীবন, জগত হত—স্বপন সমান !

কাল-বৈশাখী।

প্রকৃতি! আজিকে তব, ওকি ভাব—ওকি সখি?
ঝটিকার পূর্ব্ব-ছায়া—নয়ন নেহারে এ কি!
সুখের হরিত শাখী
ছাড়িয়া হৃদয়-পাখী,
আকাশে অমন কেন আকুল হইয়া ওড়ে,
আশার সুখের বাসা, ভেঙে কি পড়িছে ঝরে?
বিষাদ-জলদ-রাশি—
চারি দিকে ছায় আসি ?
আশঙ্কা-তড়িৎ-রেখা, চমকিছে ঘন ঘন;
অলক্ষ্যে বিপদ-বজ্র করে যেন গরজন!
বিলাপ-বালুকা-রাশি ছাইয়া ফেলিছে দিক্।
প্রকৃতি! কোথায় তোর বসন্তের ফুল, পিক!

স্বপ্নান্তে।

স্বর্গের সমীরে আর মর্ত্ত্যের পবনে,
কোনরূপ মিল কি গো আছে সংগোপনে ?
নহিলে দুখীরা ফেলে যে খেদ-নিশ্বাস,
কেঁপে ওঠে কেন তায় স্বরগ-আবাস ?

জাগো।

জাগো—জাগো, মধু-সখা, প্রভাত শীতের নিশি ;
তাড়ায়েছে রবি-কর কুয়াসার ধূম-রাশি।
পাতার ঘোমটা তুলি,
লাজুক নয়ন খুলি,
করিছে কলিকা-বধূ তব পথ নিরিখন !
এস, বিকসিত কর কুসুম-কোমলানন।
পিক-বধূ কুহু-কুহু,
ডাকে তোমা মুহু-মুহু,
পাপিয়ার পিউ-পিউ আকাশে ভাসিয়া যায়,
এখন তোমার ঘুম ভাঙিল না তবু হায় !
প্রেমের শ্যামল পাতা,
বিছাইয়া তরু-লতা,
যতনে রচিত করে তোমার হরিতাসন ;
জাগো—জাগো, মধু-সখা, মুকুলিত উপবন।

মনে পড়ে তায় ।

আজি বড় মনে পড়ে তায় !
কাঁপিছে লহরী গুলি,
দুলিছে কমল-কলি ;
—মৃদু বহে বসন্তের বায় ।
ভেটিবারে ঋতুরাজ,
পরিয়াছে ফুলসাজ,
ললনা-ললিত-লতিকায় ।
নিশবদে বাপী-তীরে,
আঁখি-জল মিশে নীরে !
পাপিয়া ডাকিয়া উড়ে যায় ।
আজি বড় মনে পড়ে তায় !
বিগত সুখের কথা,
জাগাতে পুরাণ ব্যথা,
মিশিয়াছে বাসন্তী সন্ধ্যায় !

তিমির-সন্ধ্যার পটে,
উজল সে ছবি আরো,—
আবরণ খুলে গেছে, হায় !
মগন হৃদয়, মন তায় !
কাছে কেহ যেও না,
আজি ওরে ডেক না,
অমনি থাকিতে দাও, হায় !
আজি ওর মনে পড়ে তায় ।

হৃদয়।

হৃদয় মনের মত খুঁজে খুঁজে অবিরত
ক্লান্ত হয়ে পড়িতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে!
কে মোরে বলিয়া দিবে, সে হৃদি কোথায় পাব,
যার কাছে শ্রান্ত হয়ে পড়িব ঘুমিয়া রে!
কে জানে গো হৃদয়ের ঘুম-পাড়ানিয়া গান?—
বারেক করুণা করি গাও দেখি সেই তান।
দুরবল নেত্রে ওর আসে যদি ঘুম-ঘোর,
স্বপনেতে পায় যদি মন-মত নিধি ওর।
এ বিশাল জগতেতে যাহা খুঁজি তাহা নাই,
স্বপনের রাজ্যে তাই যদি কভু দেখা পাই!
এই ত গো ক্ষুদ্র হৃদি কোথা ধরে হেন আশা?—
এ বিশাল ধরাতলে মিলে না যাহার বাসা!

বিষাদ-গীতি।

কে তুমি বিষাদ-গীতি অবিরত গাও গো !
চাঁদিনী-আকাশে কেন মেঘ আনি ছাও গো ?
নিবার ও গীত-ধারা,
সুখে মগ্ন বসুন্ধরা,
আঁধারে হইবে হারা প্রভাতের প্রাণ গো !
প্রভাতী বিহঙ্গ-গানে কেন দুখ তান গো ?
বিষাদ, বিলাপ বৃথা,—বৃথা ও নয়ন-জল !
জগতের প্রাণ আজি হরষের রঙ্গ-স্থল।
তাই বলি আঁখিজল, আঁখিতে শুখাও গো !
প্রাণের আকুল শ্বাস পরাণে লুকাও গো !

যমুনা-কূলে।

আঁধার গগন-তল, প্রগাঢ় জলদ ছায় ;
ধবল বলাকা-শ্রেণী মেঘ-কোলে ভেসে যায়।
নীরদ সুনীল কায়া,
সলিলে আঁধার-ছায়া,
কালো জলে কালো-কায়া—মহিষ ভাসায় কায়।
সমুখে যমুনা বারি ধীরে ধীরে বহে যায়।
শ্যামল তমাল ডালে
ময়ূরী সুপুচ্ছ খুলে ;
উরধ করণ তুলে চকিতা হরিণী চায়।—
মৃদু ঘন-গরজনে চপলা চমকি ধায় !
একা বসি বাতায়নে,
কত কথা আসে মনে,
অতীত-ঘটনা-স্তুত হৃদয়ে উথলে, হায় !
কত সুখ, কত আশা, কত স্মৃতি গাঁথা তায় !

গ্রাম্য-ছবি।

মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়া গুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খড়ো চাল খানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান!
পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা, 'বউ-কথা' কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে;
মধ্যে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কাণে দুল দুল্‌-দুল্‌, গাছ-ভরা পাকা কুল,
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে!
ছোট হাতে জোর করে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ;
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।

শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল,
সাঁই-সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদ টুকু সোণার বরণ।
লুটায় চুলের গোছা, বালা দুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত-স্তব্ধ-দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে;
তরু-তলে রাখাল শয়ান;
সরু মেটো রাস্তা দিয়ে পথিক চলেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্য-স্মৃতি মনে পড়ে,—
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি,
শান্তি-মাখা, স্নিগ্ধ-শ্যাম-প্রাণ।

গার্হস্থ্য চিত্র।

ফুট্-ফুটে জোছনায়, ধব্-ধবে আঙ্গিনায়,
এক খানি মাহুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ-কাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি, জুঁই, শেফালিকা গুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে;
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমুকা-লতা,
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু-ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল;
প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু-ঢুল্।
মৃদু-মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান;

মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী পিউ-পিউ তান!
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্য্য-রাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসা-হাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে-মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে!

গোলাপ।

যখন তোমায় হেরি, সই !
তখনি মোহিত আমি হই।
লাবণ্যের নাহি ওর,
আহা কি গঠন তোর !
কি এক সুরভি বহে প্রাণে,
ধরায় স্বরগ যেন আনে।
বল মোরে, ফুল-সই,
কাহার সৌন্দর্য্য তুই ?
মুখে তোর অরুণ-আভাস,
বুকে তোর অনন্ত সুবাস।
তুই কিরে নিরমল প্রেম,
ধরায় ফুটিলি হয়ে ফুল ?
তাই কিরে তোরে হেরে সদা,
প্রাণ হয় এমন আকুল !

প্রজাপতি।

বিচিত্র দুখানি পাখা,
কুসুম-রেণুতে মাখা,
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ।
গাহিয়া কুসুম-গুণ,
অলি সেধে হয় খুন,
নীরবে তোমার রূপ কেড়ে লয় প্রাণ।
কুসুম-কলিকা গুলি,
কোমল হৃদয় খুলি,
নীরব নয়নে করে তোমারে আহ্বান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!
ধীরে—মৃদু-পদে পশি,
কোমল হৃদয়ে বসি,
প্রাণ ভরে কর ফুলে প্রেম-মধু পান।

মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!
বনের সুরভি বায়
কাঁপায় তোমার কায়;
লতিকা দুলিয়া হেরে তোমার বয়ান।—
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!

দুটি কথা।

বল তারে চুপে চুপে,
পথ চেয়ে সে যেন চলে।
চোখ বুজিয়ে যাওয়ার ভাগে
কুসুম-হৃদয় না যায় দলে।
মনের দুখে পড়ে ঝরে,
ধূলির পরে আছে পড়ে,
একটু বাদে, যাবে মরে
শুখায়ে নিদাঘে জ্বলে ;—
তবে কাজ কি অত ছল-কৌশলে !
গোলাপ, যূথিকা, বেলা,
বসন্তে ত ফুলের মেলা !
যেন তাই নিয়ে সে করে খেলা,
মালা গেঁথে পরে গলে।
বল তারে চুপে চুপে
পথ চেয়ে সে যেন চলে।

যেতে যেতে।

যেতে যেতে, পথ হতে, ফিরিয়া ফিরিয়া যায়।
তৃষিত নয়ন-যুগ, জানি না কাহারে চায়!
অবশ চরণ-ভার চলিতে চাহে না আর,
প্রতি পদক্ষেপে টানে ;—যেন আকর্ষণ কার!
প্রতিকূলে যেতে হবে, ব্যথা বড় বাজে প্রাণে,
ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে—চাহে তাই মুখ পানে!
কুটীর, প্রাসাদ, পথ—নিরদয় ব্যবধান,
দূর হতে দেখিবারে নাহি দেয় সে বয়ান!

যাতনা রহে না ঢাকা।

যাতনা রহে না ঢাকা, করিলে যতন।
কেন—কেন বল তবে মিছে আবরণ!
হেরিলে ও ছুটি আঁখি,
বুঝিতে কি রহে বাকি?—
আননে পড়ি যে, সখি, মনের কথন।
ত্যজ কপটতা-ছল,
সরল হৃদয়ে বল,
কারে কি বেসেছ ভাল, সঁপিয়াছ মন?
পেয়েছ কি মন তার,
না—শুধু প্রদান সার?—
নহিলে নয়ন-ধার কেন বরিষণ!

জ্যোৎস্না ।

মরি মরি, হাসিছ কি হাসি,—
যেন রে সুখের স্মৃতি-রাশি !
নিত্য হেরি, অমনি করিয়া
হেসে হেসে পড়িস্ ঘুমিয়া !
কি অদৃষ্ট তুই করেছিস্,
সারা-প্রাণ হেসেই মরিস্ !
চুপি চুপি বল্ কাণে কাণে,
কে ঢেলেছে এত সুখ প্রাণে ?

বরুণা যাত্রা ।

কল্ কল্, চল্ চল্,
চলিছে বরুণা-জল,
ঝক্-ঝকে চন্দ্র-কর তায় ;
শত-শত ভাঙা শশী
ডুবিছে উঠিছে ভাসি,
সচঞ্চল লহরী-লীলায় ।
ধীরি ধীরি তরী চলে,
দাঁড়-জলে সোণা জ্বলে,
ঢেউ ওঠে দুলাইয়া বুক ।
বসিয়া তরীর ছাদে,
শরত-চাঁদিনী রাতে
প্রাণে কত উছলায় সুখ !
বিস্তৃত সৈকত-ভূমি
পারশে পড়েছে ঘুমি,
শুভ্র বাস আবরিয়া মুখে ;
কি সুন্দর, মনোহর,

ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর
মাথা তুলি জাগে মাঠ-বুকে!
ক্বচিৎ সন্ন্যাসী কেহ—
ফিরিয়া যাইছে গেহ,
মন-সুখে ধরিয়াছে গান;
কাঁধে শোভে বাঁকা লাঠী,
হাতে পিতলের ঘটী,
গেরুয়া-বসন পরিধান।
আর দিকে বারাণসী,
সুধবল সৌধরাশি
চন্দ্র-করে শোভে থাক থাঁক!
মন্দিরের হেম-কায়া
জলেতে পড়েছে ছায়া,
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি লাখে-লাখ!
সারি সারি, কত গনি—
অসংখ্য সোপান-শ্রেণী
উঠিয়াছে গঙ্গা-তীর হতে।
সুচির-যৌবনা কাশি!
তব পূত জল-রাশি
চিরাঙ্কিত রহিবে এ চিতে!

রত্নাবলী।

নিরিবিলি বন ; মধুর পবন
কাঁপিছে কুসুম-বাসে ;
পূর্ণিমার শশী শুভ্র মেঘে বসি ;
জোছনায় ধরা ভাসে।
বকুলের তলে দাঁড়ায়ে বালিকা,
করেতে লতার ফাঁসী !
মুখানি আনত, হৃদয় কম্পিত
আঁখি-জলে যায় ভাসি।
উড়িছে অলকা মৃদুল সমীরে,
দুলে যেন কাল ফণী।
তনুতে জোছনা পেতেছে বিছানা,
উপমার উপমা খানি !
অনুভবি চিতে— পারেনি বুঝিতে,
মেনেছে রণেতে হারি !
অতি ঘোর তৃষা— বালিকা বিবশা,
সমুখে শীতল বারি !

প্রতিমা।

বিমল শরৎ-শশী,
অতি নিরমল নিশি,
জোছনায় রূপরাশি
দেখেছিনু তার!
বিকসিত, ফুল-বনে,
সুবাসিত সমীরণে,
সেই চারু চন্দ্রাননে
বিষাদ-আঁধার!
পা দুটি ছড়ায়ে বসি,
আঁচল পড়েছে খসি,
শিথিল কুন্তলরাশি
লুটিছে ভূতল!
চাহিয়া চাঁদের দিকে
কি দেখিছে অনিমিখে?
অধর উঠিছে কেঁপে,
নয়ন সজল!

চন্দ্রাবলী।

উজর চাঁদিনী, মধুর যামিনী,
বাজই শ্যামক বাঁশী !
সুখ বিলাইয়ে, প্রেম ছড়াইয়ে
ফুটই কুসুম-রাশি !
একলি, সজনি, কুঞ্জে একাকিনী,
কাহে লো পরান বাঁধি।
হিয়া ঝুর-ঝুর, নয়ন সজরী,
দারুণ প্রেম-বেয়াধি !
সদা ভাবি মনে, বসি নিরজনে
মুছিব নয়নবারি।
কি বিষাদ-তাপে এ রিঝ উত্তাপে,
কি জানব, সহচরি !
যত চাপি, সখি, তত পোড়া আঁখি
কোথা হতে ভরে আসে !
গরিমা, গুমান, লাজ, অভিমান,
সবি তায় যায় ভেসে।

বুঝালে বুঝে না, নয়ন মানে না,
কত বা গুমরি রই !
শুনে শুনে পিয়া, কাঁদি ফুকারিয়া,
পরান ফাটিল, সই !
করো না লো মানা, সরম দিয়ো না
জান না উপেক্ষা-জ্বালা !
ঢাকা তুষানল, এ হতে শীতল
কি আর কহিব, বালা !
বনে বনে ফিরি, মুছি আঁখি-বারি,
শ্যামক দরশ লাগি !
কোন পথে আসে, কোন পথে যায়—
ধরিতে ত নারি, সখি !
নিঠুর কালিয়া, কভু ত ভুলিয়া
এ পথে আসে না, সই !
ক্ষণেকের তরে দেখি আঁখি ভরে
বহুত পিয়াসী নই !
রাধা রাধা বলি, শ্যামক মুরলী,
সই লো, গাহিছে গান !

তবু ত আমার এ হৃদয় ছার
করে, সই, আন্‌চান্‌!
শ্যাম-প্রেম লাগি কি না পারি, সখি ?
হইব রাধার দাসী,
এ সাধ মিটাব, তবু ত হেরিব,
শ্যামক মধুর হাসি !

বুঝালে বুঝে না, নয়ন মানে না,
কত বা গুমরি রই!
শুনে শুনে পিয়া, কাঁদি ফুকারিয়া,
পরান ফাটিল, সই!
করো না লো মানা, সরম দিয়ো না
জান না উপেক্ষা-জ্বালা!
ঢাকা তুষানল, এ হতে শীতল
কি আর কহিব, বালা!
বনে বনে ফিরি, মুছি আঁখি-বারি,
শ্যামক দরশ লাগি!
কোন পথে আসে, কোন পথে যায়—
ধরিতে ত নারি, সখি!
নিঠুর কালিয়া, কভু ত ভুলিয়া
এ পথে আসে না, সই!
ক্ষণেকের তরে দেখি আঁখি ভরে
বহুত পিয়াসী নই!
রাধা রাধা বলি, শ্যামক মুরলী,
সই লো, গাহিছে গান!

তবু ত আমার এ হৃদয় ছার
করে, সই, আন্‌চান্‌!
শ্যাম-প্রেম লাগি কি না পারি, সখি ?
হইব রাধার দাসী,
এ সাধ মিটাব, তবু ত হেরিব,
শ্যামক মধুর হাসি !

মথুরা-ধামে ।

যা লো, যা লো, সখি, যা লো
বারেক মথুরা-ধামে !
লুকায়ে শুনিবি সেথা,
বাঁশী বাজে কার নামে !
এমনি যমুনা-জল,
কূলে কূলে ঢল ঢল,
বহিয়া কি যায় সেথা
নিধু-কুঞ্জ-বন পাছে ?
সেথা কি কদম-মূলে
শিখিনী নাচিয়া বুলে ?
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে মরে বাঁচে !
পরে কি না পীত-ধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া ?
গলে বন-ফুল-মালা
আছে কি শুকায়ে গেছে !

মান-ভঞ্জন।

এক পাশেতে একাকিনী আপন-মনে বসে আছি,
ছোট ছোট মেয়ে গুলি এগিয়ে এল কাছাকাছি।
আধ-আধ, বাধ কথায়, ছাই-পাঁশ-ছাই বকে কত!
সাধটা মনে, তাদের সনে, হব মিষ্টালাপে রত!
আজ্‌কে আমি মান করেছি, রইলুম হয়ে মৌনব্রত,
ভাবছি মনে দেখ্‌ব এরা রকম-সকম জানে কত!
বারেক দু বার চেয়ে চেয়ে, ভাবটা বুঝি বুঝ্‌লে তারা,
হাসি-খুসি মুখ-খানা আজ কেমন-তর আঁধারপারা!
ভেবে চিন্তে অবশেষে, মনে করে আঁচাআঁচি,
ছোট ছোট হাতে ঘিরে, জুড়ে দিলে নাচানাচি!
এমন শক্ত জাল বুনেছে,—সাধ্য নাই যে খুলে বাঁচি!
মাঝখানেতে গাঁথা পড়ে, অবাক হয়ে চেয়ে আছি!
কিন্তু তবু তেমনি ধারা, মুখ-খানা আজ বড়ই বাঁকা,
ছোট ছোট বুকের মাঝে ঠেক্‌ছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা!
গুড়ি-গুড়ি বুড়ী হয়ে সম্মুখেতে কেউ বা এল,
সজল চোখে শুক্‌নো মুখে কেউ বা কোলে বসে র'ল

কচি আঙুল মুখে পুরে দিলেন একটি শেয়ানা মেয়ে,
ভাবটা যে তাঁর—না বুঝি নয়, আন্‌বেন হাসি অঁাকৃষি দিয়ে!
মুখের উপর মুখটি দিয়ে আদরে কেউ জড়ায় গলা,—
মরি হেসে, জান্‌লে কিসে সাধাসাধির পূরো পালা!

সুধা না গরল।

বুঝিতে পারি না, সখা, বল,
এ কি প্রেম ?—সুধা, না গরল ?
শিরা উপশিরা যায় জ্বলে,
জুড়ায় না প্রলেপন দিলে।—
বুঝি তবে প্রণয় গরল !
বল, সখা, বল মোরে তবে,
প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যজিতে পারি না কেন তারে ?
রাখি কেন বুকের মাঝারে ?
মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া ?
—তবে বুঝি, প্রণয় অমিয়া ?—
পড়িয়াছি সন্দেহের ঘোরে,
দেহ, সখা, বুঝাইয়া মোরে।
বল, প্রেম—সুখ, কিম্বা দুখ ?
কেন হেন ফাটে তাহে বুক ?
বল প্রেম—তাপ, কি হিমানী ?
কেন এতে মরে এত প্রাণী ?

কচি আঙুল মুখে পূরে দিলেন একটি শেয়ানা মেয়ে,
ভাবটা যে তাঁর—না বুঝি নয়, আন্‌বেন হাসি অঁাক্‌ষি দিয়ে!
মুখের উপর মুখটি দিয়ে আদরে কেউ জড়ায় গলা,—
মরি হেসে, জান্‌লে কিসে সাধাসাধির পূরো পালা!

সুধা না গরল।

বুঝিতে পারি না, সখা, বল,
এ কি প্রেম ?—সুধা, না গরল ?
শিরা উপশিরা যায় জ্বলে,
জুড়ায় না প্রলেপন দিলে।—
বুঝি তবে প্রণয় গরল !
বল, সখা, বল মোরে তবে,
প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যজিতে পারি না কেন তারে ?
রাখি কেন বুকের মাঝারে ?
মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া ?
—তবে বুঝি, প্রণয় অমিয়া ?—
পড়িয়াছি সন্দেহের ঘোরে,
দেহ, সখা, বুঝাইয়া মোরে।
বল, প্রেম—সুখ, কিম্বা দুখ ?
কেন হেন ফাটে তাহে বুক ?
বল প্রেম—তাপ, কি হিমানী ?
কেন এতে মরে এত প্রাণী ?

প্রত্যাখ্যান।

বৃথায় যতন, হায়, কভু পরিব না!
　　পাষাণে রোপিতে লতা,
　　কে কবে পেরেছে কোথা?
কঠিন পাষাণ-হৃদি, তাহা কি জান না!
কেন বৃথা দিবানিশি ঢালিতেছ আঁখি-জল,
ভিজাতে নারিবে তিল, শুকানো এ মরুস্থল!
　　ছলনার উষ্ণ বারি
　　সিঞ্চিলে সিঞ্চিতে পারি,
কোমল ব্রততী তুমি, শুকাইয়া যাবে তায়;—
এ নহে তমাল-তরু, এস না প্রসারি কায়!
কীট-দষ্ট স্থাণু এ যে—কীটে হৃদি জর-জর,
কেন আলিঙ্গিয়া তারে জীর্ণ হবে নিরন্তর!

রাণী।

পারি না যে আর দেখিতে তাহার
উৎফুল্ল-আনন-হাসি;
স্নেহের কলিকা, কিশোরী বালিকা,—
হৃদয় আনন্দ-রাশি!
হায়! এখন গমনে রয়েছে যে তার
বালিকার চপলতা,
হায়! সবে ফোটে-মুখে নব-উষা-রাগে
যৌবনের মধুরতা!
লাজ-নত আঁখি সবে ওগো বলে
প্রেম আগমন কথা।
ওরে! জীবন্তে সমাধি হইয়াছে তার
চির অন্ধকার মাঝে!
বোঝেনি যে বালা, করে খেলা ধূলা,
সুখ-হাসি মুখে রাজে!
হায়! উৎসাহ আশা জ্বলিছে নয়নে,
সবে সাধ সমাবেশ;

পারিনে ভাবিতে হয়েছে যে তার
সকল সাধের শেষ!
নিয়ে যারে রে দূরে নয়ন অন্তরে
জ্বলন্ত যাতনা খানি,
মন-নেত্র হতে কি করে মুছিব
তোমার মূরতি রাণি!

উৎকণ্ঠিতা।

উঠিয়া বসিয়া, পথ নিরখিয়া,
চমকি চমকি রাই ;—
নিশি অবশেষে শুতিয়া পড়িল,
বঁধুয়া আসিল নাই।
লতিকা-বিতান, দুলাইয়া ঘন,
বহিল প্রভাত-বায় ;
মুহু-মুহু কুহু, গাহিল কোকিল,
পাপিয়া ডাকিয়া যায়।

অরুণ নয়ন, শ্বাস ঘন ঘন,
অধর উঠিছে কাঁপি,
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
দু করে হৃদয় চাপি ;
বলে, "খুলে দে রে কুসুমের সিঁথি,—
খুলে নে কমল-মালা ;
মলিন যূথিকা, পূর্ব্বে রবি-রেখা,
এল না, এল না কালা !"—
ছিঁড়িল টানিয়া কুসুম-আঙিয়া,
অনেক আশায় গাঁথা,
মিছে কুল-লাজ, মিছে ফুল সাজ,
মিছে হৃদয়ের ব্যথা !

আত্মিক মিলন।

উপেক্ষিত দেহ বটে তার
তুচ্ছ এই জড়ত্বের কাছে ;
কিন্তু তাহে কি অভাব আর—
আত্মা সে আত্মায় যদি রাজে ;
যদি নিশি দিন নীরব ভাষায়
হৃদয়ের কথা আসে যায় ;
তবে কেন চাক্ষুষ মিলন,
বিরহে বা কিসের বেদন ?

স্নেহময়ী।

সর্ব্বসহা ধরণীর মত ছিলে দেবী এই নিলয়ের ;
স্নেহময়ি, করুণ-নয়নে, হেরিতে গো মুখ সকলের।
করুণার ছবি যেন এঁকে আননেতে গিয়েছিল রেখে !
শত-কোটী জননীর হৃদি দিয়ে গড়া বিপুল হৃদয়,
দাস, দাসী, প্রতিবাসী আদি, 'মা' বলে জানিত সমুদয়।
হৃদয়ের নীড়ে মা, তোমার, মোরা সবে বেঁধেছিনু বাসা,
জননি গো কার ডাক্ শুনে ফেলে গেলে আকুল নিরাশা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে ভেবেছিলে যাহাদের কথা,
সেথা থেকে কর আশীর্ব্বাদ, তারা কেহ নাহি পায় ব্যথা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখেছিলে যাহাদের মুখ,
তারা যেন তব আশীর্ব্বাদে তুচ্ছ করে মিছা সুখ দুখ।

ধৈর্য্যে ধরা হৃদিখানি লয়ে, শোক দুঃখ অবিরাম সয়ে,
পেয়েছ যে অমৃত-আলয়, যেন তাহা চিরদিন রয় ;
সংসারের শোক দুখ ভার, পরশে না যেন সেই দ্বার।
সাজাইতে আসন তোমার, আগে চলে গিয়াছেন যাঁরা,
ঘেরিয়া তোমার চারিধার, প্রেম-অশ্রু ফেলিছেন তাঁরা।
তবে, আজিকার দিনে গো জননি, ভুলে যাও ম্লান মুখ গুণি!
ভুলে যাও মিলন-আনন্দে—হেথাকার দুখ-অশ্রুধারা।

স্নেহময়ী।

সর্ব্বসহা ধরণীর মত ছিলে দেবী এই নিলয়ের ;
স্নেহময়ি, করুণ-নয়নে, হেরিতে গো মুখ সকলের।
করুণার ছবি যেন এঁকে আননেতে গিয়েছিল রেখে !
শত-কোটী জননীর হৃদি দিয়ে গড়া বিপুল হৃদয়,
দাস, দাসী, প্রতিবাসী আদি, 'মা' বলে জানিত সমুদয়।
হৃদয়ের নীড়ে মা, তোমার, মোরা সবে বেঁধেছিনু বাসা,
জননি গো কার ডাক্ শুনে ফেলে গেলে আকুল নিরাশা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে ভেবেছিলে যাহাদের কথা,
সেথা থেকে কর আশীর্ব্বাদ, তারা কেহ নাহি পায় ব্যথা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখেছিলে যাহাদের মুখ,
তারা যেন তব আশীর্ব্বাদে তুচ্ছ করে মিছা সুখ দুখ।

ধৈর্য্যে ধরা হৃদিখানি লয়ে, শোক দুঃখ অবিরাম সয়ে,
পেয়েছ যে অমৃত-আলয়, যেন তাহা চিরদিন রয় ;
সংসারের শোক দুখ ভার, পরশে না যেন সেই দ্বার ।
সাজাইতে আসন তোমার, আগে চলে গিয়াছেন যাঁরা,
ঘেরিয়া তোমার চারিধার, প্রেম-অশ্রু ফেলিছেন তাঁরা ।
তবে, আজিকার দিনে গো জননি, ভুলে যাও ম্লান মুখ গুণি !
ভুলে যাও মিলন-আনন্দে—হেথাকার দুখ-অশ্রুধারা ।

স্মৃতি বা অশান্তি।

প্রাণের বাসনা যত করিয়াছি বিসর্জ্জন।
শান্ত হৃদি, শান্ত নিশি, শান্ত শ্যাম উপবন ;
তবে, ক্ষণে ক্ষণে কার লাগি পুনঃ আকুলিত মন ?
নিজন হৃদয়-পুরে দেখিলাম ঘুরে ফিরে
কেহ নাই, কেহ নাই, ঘোর স্তব্ধ এ ভবন ;
শুধু, উৎসাহের, আনন্দের সাধের সমাধি—
—আর রুদ্ধ অশ্রু-প্রস্রবণ !
প্রাণের বাসনা যত করিয়াছি বিসর্জ্জন।
বসিয়া সমাধি পার্শ্বে স্তব্ধ আঁখি, স্তব্ধ প্রাণ,
ধীরে ধীরে আসে মনে শত পুরাতন গান।
খুলিতে খুলিতে পাতা লয়ে শত পৃষ্ঠা খাতা
ওই গো এসেছে স্মৃতি বিষাদে ছাইতে প্রাণ—
(ধীরে ধীরে আসে মনে সেই পুরাতন গান)
হায় ! কেমন নিষ্ঠুর কাজ কি নিঠুরমনা নারী,
যেতেছে নিভে যে বহ্নি পুনঃ শিখা জ্বালে তারি !
দহিয়া দগধ-বুক, বুঝি না কি ওর সুখ,
অশান্তি রাক্ষসী ওই—স্মৃতি নামে বিচরণ ;—
—শান্ত হৃদি, শান্ত নিশি, শান্ত শ্যাম উপবন !

দুই ভাই।

একে চায় রাখিবারে, অন্যে টানাটানি করে,
—জীবন মরণ দুটি ভাই।
মধ্যপথে দাঁড়াইয়া, অবাক বিস্মিত-হিয়া,—
ওরে আমি কারেও না চাই!
পলে পলে মৃত হতে, কে চায় জীবিত রতে,
তিল-আধ তাহে সাধ নাই!
মরণের মাঝে গিয়া, লভিতে নূতন হিয়া,—
নব প্রাণ;—তাও নাহি চাই।—
বল দেখি, কোথা তবে যাই?

বিরহিণী।

মরিতেও সাধ নাই, জীবনেও নাই সুখ,
কি জানি, কি করে গেছে, বঁধুর মধুর মুখ!
পরাণে অনল জ্বলে, নিবাইতে নাহি চায়,
জ্বলিতেছে দিবানিশি, আরো দহে সাধ যায়!
মিলন মধুর ছিল, বিরহও মধু তার!
নহে, কোন্ সাধে এবে বহে জীবনের ভার?

মাতা।

সাধ যায় সারা ক্ষণ ঘুমাইয়া থাকি,
তোমার শীতল কোলে মুদে শ্রান্ত আঁখি ;
যাতনার গুরু ভার, কিছুতে সরে না আর ;—
লঘু কিছু করিলে রোদন,
আর, হলে ঘুমে অচেতন।
হায় ! নিদ্রা সে হইয়া বাম, ছেড়েছে সাধের ধাম,
বুঝি স্থান পায় না সলিলে,
কাছে আসে ভেসে যায় চলে।
আগেকার মত করে ঘুম পাড়াইতে
আর কি পার গো মাতা, ভুলে যাই সব ব্যথা,
ঘুমাইয়া ওই পুণ্য-কোলে !

শ্মশান ।

নিভিয়াছে চিতানল ?—
নেভেনি, নেভেনি !
যে শিখা জাহ্নবী-তীরে,
জ্বলিয়াছে ধীরে ধীরে,
দেখহ প্রতাপ তার
হৃদয়েতে মোর ;—
পাইয়া ইন্ধন চির
জ্বলিছে কি ঘোর !
এই চির-প্রজ্বলিতা
সুখের প্রদীপ্ত চিতা
জ্বলুক অনন্তকাল—
—না চাহি নির্ব্বাণ ;
শুধু সহিবার বল,
আর চাহি অশ্রুজল,
রাখিতে জাগায়ে চির
প্রেমের শ্মশান !

প্রেমময়ী।

মনের মাঝার যদি দেখাবার হত, সই
তবে দেখাতাম খুলে, কত যে যাতনা সই!
হয় ত দেখিতে পেলে,
ঘৃণা করে দিতে ফেলে,
আবরণে আছে ভাল; কিন্তু বড় বোঝা বই!
—কিম্বা, আরো ভালবেসে
যেতে এ পরাণে মিশে,
যেমন জলেতে জল, হয়ে যেতে প্রাণ-সই।

বিধবা ।

প্রাণের মাঝে শ্মশান-ভূমি, চারি দিকে উড়ছে ছাই ;
শকুনি, গৃধিনী শিবা—হৃদি নিয়ে ঠাঁই ঠাঁই ।
কোলাহল, বিবাদ বাঁধে, কেবল টানাটানি করে,
সুখ, সাধ, আশা, তৃষা মরিছে সন্তাপ-জ্বরে ।
কোথায় কোন্ অন্ধকারে প্রেতাত্মা করিছে বাস !
মাঝে মাঝে ডাকে কারে,—শোনা যায় দীর্ঘ-শ্বাস !

পথে কে চলেছে গাই'।

অশ্রু-জলে ভরা আঁখি, তারে না দেখিতে পাই,
নীরব-নিশীথ-পথে কে দূরে যেতেছে গাই' ?
কত দিন—কত দিন—কত দিন পরে আজ,
হেরিতে মানব-মুখ হৃদয়ে হতেছে সাধ !
দাঁড়াও দাঁড়াও, পান্থ, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও,
কি গান গাহিতেছিলে বারেক আবার গাও।
প্রতি নিশি শুনি গান, পথে চলে কত লোক,
গেয়ে যায় ক্ষুদ্র ব্যথা, ক্ষুদ্র সুখ, দুখ, শোক।
সমীরণে ভেসে আসে, সমীরণে ভেসে যায়,
কথাতেই অবসান, কথায় জনম কায়।
জানি না, জানি না কেন আজিকে তোমার গানে,
অতীতের স্মৃতিগুলি স্বপ্ন-সম আসে প্রাণে !
যাতনার উৎস ছুটে,
আগ্নেয়-ভূধর ফেটে,
নীরবে দহিতেছিল প্রাণের গভীর-তল ;

ও তব আকুল তান
আকুল করিছে প্রাণ,
গাও, গাও, গাও, পান্থ, নয়নে আসিছে জল।—
আশায় উছসি ওঠে আকুল মরম-তল!
মধুর জোছনা-নিশি, ও তব মধুর গান,
অশরীরি সুখ-ছায়া প্রাণে করে নিরমাণ!
যে ফুল ফুটিবে দূর—কালের নন্দন-বনে,
কুঁড়ি-গুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে।

সমাধিস্থান।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর'পরে উঁচু নিচু শির তুলি,
কুয়াশা-আচ্ছন্ন হয়ে জাগ্রিছে সমাধি-গুলি।
কতগুলা আধ-ভাঙা, হেথা হোথা ইট পড়ে,
জানাতেছে বহুদিন যে গেছে পৃথিবী ছেড়ে!
কোথাও বা লতা-গুল্ম ব্যাপিয়া সমাধি-হিয়া;
শৈবালে ঢেকেছে চিহ্ন শ্যাম আবরণ দিয়া।
জানিতে দেয়ে না হায় কে অভাগা আছে হেথা,
পেয়েছিল কত ক্লেশ, সয়েছিল কত ব্যথা!
ফুটেছিল প্রাণে কত আশার মুকুল রাশি!
আধ-ফুটো ফুল কত শুকায়ে পড়েছে খসি!
কেমন হৃদয় লয়ে এসেছিল অবনীতে,
জানিনাক কত দিন গিয়েছে এ ধরা হতে।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে, ফুল-সাজি ভূমে ফেলে,
একাকিনী অভাগিনী কে বসে সমাধি-স্থলে?
পা দুখানি ঝুলাইয়া, জানু পরে হস্ত রাখি,
এলোথেলো কেশ-বেশ, মুদিত কোরক আঁখি!

বহিছে নিশ্বাস মৃদু, কাঁপিছে অধর দুটি,
কম্পিত হিয়ার মাঝে কি ভাব উঠেছে ফুটি ?
মগনা কাহার ধ্যানে, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়—
পাষাণ মুরতিখানি কে বসে ও—কারে চায় !

পর্ব্বত-প্রদেশ।

নীল উচ্চ শির তুলি
সুদূরে পাহাড়-গুলি
মেঘের কোলের কাছে মেঘের মতন,
যেন এক-খানি আঁকা ছবি সুশোভন।
শীতের প্রভাত-কালে,
আচ্ছন্ন কুয়াশা-জালে,
এখনো ফোটেনি ভাল—সুনীল বরণ।—
ধূমে ঢাকা ভস্ম-মাখা সন্ন্যাসী যেমন।
অরুণ পূরব ধারে,
জলদ রঞ্জিত করে,
ঢালিয়া সিন্দূর রাশ রাশ;
উপত্যকা, বনভূমি,
কিরণ—জাগায় চুমি,
প্রকৃতির মুখে স্বর্ণহাস।

নব-দূর্ব্বা মাঠ পরে,
মুকুতা ঝলিত করে
নিশির শিশির-কণা-চয়;
শ্যামল তৃণের পরে
অদূরে হরিণী চরে,
মৃদুশব্দে চমকিত হয়।
সুনীল শৈলের কায়,
শৈবাল আবৃত তায়,
ঝরণার ঝর্ঝর পতন;
দ্রবিত রজত রাশ,
ফলিত অরুণ-হাস,
পতিত মুকুতা-প্রস্রবণ।
দিগন্তে মেঘের গায়,
তরু-শির দেখা যায়,
মোটা কালো রেখার মতন।
নারিকেল-তরু-সারি,
দাঁড়াইয়া সারি সারি,
পিছে তাল, সুপারির বন।

পাড়া গাঁ।

রোদ্ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
ঘাসে শিশির মেলা ;
চুপড়ি হাতে, যায় ক্ষেতেতে,
প্রাতে কৃষক-বালা।
শীতের প্রভাত, নয় প্রতিভাত,
কুয়ার ধুঁয়ায় ঢাকা ;
সুদূর দূরে, নাই কিছু রে,
কেবলি ধূম-মাখা।
তুল্‌ছে খুঁটি, কলাই শুঁটি,
ক্ষেতের মাঝে বসে ;
বালক রবির, সোণার কিরণ,
গায় পড়েছে এসে!
ছোট ছোট, হল্‌দে ফুলে,
সরষের ক্ষেত আলা ;
পূরব ধারে, মেঘের শিরে,
রাঙা সোণার থালা।

গাছের খোপে, ঝোপে ঝোপে
পাখীর বাসা বাঁধা ;
কাঁপিয়ে ডানা, চিঁ-চিঁ ছানা,
মায়ের ঠোঁটে আদা।
পথের ধারে, ঝিলের তীরে,
বক শাদা শাদা ;
খেজুর গাছে, গলার কাছে,
কলসী-গুলি বাঁধা !
কুঁড়ের পিছে, তালের গাছে,
বাবুই বাসার সার।
কি চাতুরী, কারি-গরি,
মানুষ মানে হার।

স্বপ্ন।

বকুলের ডালে বসি গাহিতেছে পাপিয়া!
সুদূর আকাশ, বন, সুরে দেছে ছাপিয়া!
—দুপুরে নিজন ঘর,
বায়ু বহে ঝর ঝর,
পাতাদের সর-সর, লতা ওঠে দুলিয়া;
ঝরে ঝরে পড়ে ফুল,
ঘুমে আঁখি ঢুলু-ঢুল,
শিথিল কবরী চুল পড়িয়াছে খুলিয়া।
আধ-তন্দ্রা, ঘুম-ঘোর,
স্বপনে পরাণ ভোর!
মৃদু শ্বাসে হৃদি-খানি উঠিতেছে কাঁপিয়া!
মলিন অধর দুটি,
ধীরে হাসি ওঠে ফুটি,
দু বিন্দু মুকুতা-অশ্রু, সুখ-সাধে চাপিয়া!

কবি।

সর্ সর্ তর্ তর্ তরঙ্গিণী কুল কুল ;
নিবিড় নিম্বের শ্রেণী ; স্নিগ্ধ, শ্যাম উপকূল।
সুদূরে সুনীল শৈল, পরশিয়া নীলাম্বর ;
সায়াহ্ন গগন-পটে কাঁচা স্বর্ণ মেঘ-স্তর।
তরঙ্গের ঝিকিমিক, গাহে বিহঙ্গম-কুল,
তরু-মূলে বসে কবি, ভাবে আঁখি ঢুল-ঢুল।
ভাসা ভাসা চোখ দুটি, থেকে থেকে শূন্যে চায়,
সহাস অধর দুটি, কুন্তলে লুটিছে বায়।
না জানি কাহারে দেখে, কাহার ভাবেতে ভোর!
সাধ যায়, দেখি গিয়ে—লুকায়ে পরাণ ওর!

হাত-ধরাধরি করে।

জীবনের স্রোতস্বিনী অনন্তের পানে ধায়,
মিশায়ে সমুদ্র কায়ে, সমুদ্র হইতে চায়!
তুমি কেন তার লাগি সদা কেঁদে কেঁদে মর!
অশ্রু-জল-প্রবাহে সে ক্ষীণ কায়া বৃদ্ধি কর!
সলিল-বিম্বের পানে একবার দেখ চেয়ে,
বৃহৎ বিম্বের পাশে কেমন সে মেশে ধেয়ে!
জগতের এই রীতি, কে তোর দোসর বল,
আঁকড়ি রয়েছ প'ড়ে কাহার সমাধি-তল?
মিছে আর কার তরে আছ বাহু পসারিয়া,
দেখ না যেতেছে চলে সবে ওই ফাঁকি দিয়া!
পতঙ্গ ছুটিয়া গিয়া অনল-সৌন্দর্য্যে মরে!
প্রাণের এ আঁকু-বাঁকু অনন্তে পাবার তরে।
শিশুর মতন কাঁদি গড়াগড়ি দিয়া ভূমে,
রোদন করিছ মিছে ভ্রম-কুহেলিকা-ধূমে!

দীর্ঘশ্বাস—উপহাস, মুছে ফেল অশ্রু-জল ;
জগত যেতেছে ছুটে—তোরি শুধু নাহি বল !
কোথা বাঁকা-চোরা নাই, সকলি কি সমতল ?
চোখ খুলে চল চলে, উছটে মরে কি ফল ?
একাকী ত এলি ছুটে, একা যেতে নাহি বল !
হাত-ধরাধরি করে চল্ সবে যাই চল্।

কে তোরা ?

কে তোরা চাঁদের হাট, এলি কোন্ স্বর্গ হতে,
আগুলে দাঁড়ালি পথ বাঁধিতে সংসার-স্রোতে !
জীবনটা যেতেছিল একটানা নদী যেন,
কোথা হতে এসে তোরা উজানে বহালি হেন !
এই কি তোদের কাজ, বেঁধে ছেঁধে, ঘিরে ঘুরে,
রাখিতে, শতেক পাকে, সংসার-গারদে পূরে !
বেঁধে সুখ পাস্ যদি, না হয় বা বাঁধা রই !
ফেলিয়া ত যাবি নাক, খেলিয়া দু দিন বই ?

ধীরে ধীরে।

কাছে এসে আধ-পথে কি ভাবিয়ে ফিরে যায় ?
মরমে উঠিয়ে সাধ প্রকাশিতে মরে যায় !
বলি বলি করে কথা, রজনী করিল ভোর ;
চেয়ে চেয়ে পথ-পানে, চোখে এল ঘুম-ঘোর !
বাতাসের সাড়া পেলে চমকি দূরেতে যায়—
মনে কি বুঝে না মন, আপনা চেনে না, হায় !
ফুটিছে মল্লিকা নব, ছুটিছে দক্ষিণা বায় ;
প্রকৃতি কুন্তল মাজি কুসুমে সাজায় কায় ;
কোকিল কুহরে কুহু, পরাণে প্রেমের ঘোর ;
বসন্তের অনুরাগে শীতের যামিনী ভোর !
চরণের শত বাধা ফেল ফেল খুলে দূরে !
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি দেখ সারা-নিশি পূরে !
কি কথা রয়েছে ঢাকা বল গেয়ে মৃদু গান,
হৃদয়-দুয়ার খুলে প্রাণে তুলে লও প্রাণ !
আশার স্বপনে থেকে বহিয়ে যে গেল বেলা,
কখন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা ?
দিগন্ত আঁধার করে আসিছে তামসী নিশি,
এই বেলা ধীরে ধীরে পরাণেতে যাও মিশি !

আধ খানা।

কি এক স্বপন-ঘোর মরম-মাঝারে গো,
অজানা বিরহ-তাপে আকুল নিশ্বাস !
প্রফুল্ল যৌবন-বনে, সুখদ বসন্ত-দিনে
কার স্মৃতি বহে আনে কুসুম সুবাস !
তটিনী তটের কূলে, বহে যায় দুলে দুলে
ঘুমন্ত পরাণ চাহে মেলিতে নয়ান !
কোন্ দেশে কোথাকার— মনে পড়ে বার বার
—চেন-চেন আধ-মৃদু, সোহাগের গান !
জোছনায় রাশি রাশি উছলি এসেছে হাসি,
পিছায়ে রয়েছে কোথা তার প্রেমমুখ !
এই দেখি—এই দেখি, আঁখিতে না মিলে আঁখি,
আকুল উচ্ছ্বাস ভরে কেঁপে ওঠে বুক !
সুনীল দিগন্ত হতে আরেক দিগন্তে পাখী
উড়ে যায়,—গেয়ে যায় গান ;
বুঝিতে পারি না, হায়, কি সম্বাদ দিয়ে যায়,
উদাস হইয়া যায় প্রাণ !

মরমরি লতা পাতা, মৃদু-মৃদু কার কথা
কহে যেন বাতাসেতে দুলে ;
কে যেন আমারে চায় তারে ভুলে গিয়ে হায়,
ঢেউ গণি সমুদ্রের কূলে !
আকাশের পানে চাই— তারাগুলি আছে চাই,
জেগে কারে দিতেছে পাহারা !
প্রকৃতি চলেছে গাই, পাছে পাছে যেতে চাই,
আগে সিন্ধু—না পাই কিনারা !

প্রিয়তম।

উথলিয়া ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার ;
ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহ্য আবরণ !
মনে পড়ে কত-কি যে উষার, সন্ধ্যার—
শ্রবণ-বধির-কর তরঙ্গ গর্জ্জন !
অস্ফুট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়া
শুখাইয়া গেছে ঝরে নিদাঘ-দহনে ;
বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া
বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাঁদিয়া গোপনে।
আশা ত জ্বলিয়া গেছে, জানিনাক হায় !
কোন্ সূত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন ?
শূন্যপথে ফিরিতেছে শূন্য-প্রাণ হায় !
অলক্ষ্যে ফিরায় তারে কোন্ আকর্ষণ ?
কোথা হতে কার গীত আসিতেছে ভেসে,
আশ্বাসি রাখিতে মোরে হৃদি-হীন দেশে !

বর্ষা।

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে,
কালো আঁধার ছায়;
রূপোর ডানা বকা-মামা
কোথায় উড়ে যায়!
শ্যামের বুকে শোভে যেন
জুঁয়ের গড়ে-মালা,
কাল কেশের মাঝে যেন
মুক্তা মালার দোলা।
রংয়ের কোলে রং সাজান
রেখার কোলে রেখা;
কে সু-তনু— রঙিন ধনু
ও কার যাচ্চে দেখা!
বৃষ্টি-ধারা বেঁধে ধরা,—
ধূলা গেল মরে;
গাছের পাতা, মাথার ছাতা,
কাঁদে অঝোর-ঝরে।

ভাঙ্গে হাট, দোকান পাট,
চিঁড়ে ভিজে ভাত ;
আকুল পথিক এ দিক ও দিক,
মাথায় কচুর পাত।
চিকুর-ঝলা তীরের ফলা,
ঝক্‌মকিয়ে যায়,
কে রে বীর মেঘের আড়ে
কামান ছুড়ে ধায় ?
মোটা মোটা জলের ফোঁটা
গজমতির মালা,
ও কার-গলার গেল ছিঁড়ে
লেগে তীরের ফলা !
হাঁস হু-ধারি সারি সারি
ভেসে বেড়ায় জলে,
ডিঙি বেয়ে, পালায় মেয়ে,
বৃষ্টি এল বলে।

বাঁশরী।

১

বাঁশরীর রন্ধ্র দিয়া আসিছে কাহার হিয়া,
হৃদয়ে করিছে পরবেশ ;
জানি না হরিতে প্রাণ কার এ গানের তান,
ভরিল যমুনা-কূল দেশ।
কি ছার শবদে সাধা, গাহে বাঁশী রাধা রাধা,
সে কি গো জানে না আন ভাষ !
কুলবতী কুলনারী, নাম ধরে ডাকে তারি,
দেখা পেলে ঘুচাই পিয়াস !
টল টল, ঢল ঢল, চঞ্চল যমুনা-জল,
স্বর শুনি অধীর পরাণ।
কম্পিত তরু লতা, বাজে মরমর পাতা,
কোকিলার কু-উ কু-উ তান।

২

নীরব নিশীথে মরি, কে গায় বাঁশীতে গান ?
পরশ করিছে হৃদে ও তার আকুল তান !

চকিত নয়ন হায়, শবদ অন্বেষি ধায়,
শত বাধা পায়-পায়, উচাটিত মন প্রাণ।
কেন গো অমন করে গাহে সুমধুর স্বরে,
রতে কি দিবে না ঘরে, টলমল কুল মান।
নীরব নিশীথে হায়, কে গায় বাঁশীতে গান!

গীতি-কবিতা।

স্বচ্ছন্দ কুন্তলে গাঁথা, ভাবের কুসুম-কলি,
কবির মানস-বালা, অতুলন রূপ-ডালি!
বীণার সুতান গলে,
বচনে অমিয়া ঢলে,
নয়নে প্রেমের সিন্ধু, হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-রাশি!
প্রতি পদ-ক্ষেপে মধু,
গুঞ্জরে ভ্রমর-বধূ,
মধুরতা—মুখ-বিধু ঠোঁটে সরলতা হাসি!

কি বলিব হায়।

কেন প্রাণ কাছে কারো যেতে নাহি চায়?
গেছে বসন্তের দিন,
কুসুম সুবাসহীন,
আজি বরষার দিনে কি দিব তাহায়!
কি বলিব হায়!
কিছুই সে নাই আর,
শুধু আছে অশ্রু-ধার,
পরাণের হাহাকার পাছে পাছে ধায়!
বল দেখি, এ নিয়ে কি কাছে যাওয়া যায়?
আজি বরষার দিনে কি দিব তাহায়!

সরসী-জলে শশী।

কি দেখাও, সরসি?
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগনের শশী!
আনন্দ-লহরী মেখে, গরবে উঠিছ কেঁপে,
হাসিতেছ টিপি-টিপি সোহাগের হাসি।
ভাবিছ অমন চাঁদ, আর আছে কার?
রুচি মুখে সুধা-হাসি, ঝরে সুধাধার।
হয়ো না, সরসি তুমি, মত্ত অহঙ্কারে,
ওই দেখ মাতৃ-অঙ্কে শিশু শোভা ধরে!
তব চাঁদ-মুখে মসী,—কলঙ্কের দাগ!
মোদের চাঁদের মুখে নব তামরাগ!
তব চাঁদ দিবা-নিশি ভাতি না বিকাশে,
আমাদের অঙ্কে চাঁদ নিশি দিন হাসে!
দেখিতে তোমায় চাঁদ, না জানে, সরসি,
নক্ষত্র-বালিকা মাঝে সুধু থাকে বসি।

খেলিতে মোদের চাঁদ, তব চাঁদ সনে,
ক্ষুদ্র দুই-খানি কর আন্দোলি সঘনে,
কচি কচি দন্তগুলি, বিকাশিয়া কুন্দ-কলি,
মনের হরষে ভাসে, আধ আধ ডাকে !—
'আয় চাঁদ'—'আই আই' ঘন ঘন দেয় তাই—
ছি ছি, কেন গো তোমার চাঁদ স্বধু চেয়ে থাকে !

অনর্থ ব্যাকুলতা।

কেন আজি ভার এত পরাণ আমার,
অবসন্ন হয়ে হৃদি পড়িতেছে কেন?
বোধ হয় ধরা-খান শূন্য, ধূমাকার,
কি নাই—কি নাই, কারে হারায়েছি যেন!
কি করিতে এসে হেথা, কি যেন হল না,
বহে মরি প্রাণে যেন অভিশাপ কার!
সব আছে, সুখ নাই, যেন আধ-খাসা,
শূন্য প্রাণ—শূন্য মন—বিরহে কাহার?
প্রকৃতি, বুঝাও দেখি এ কাহার শোক!
বুঝিতে পারিনি আজো কিসের এ ভোগ?

এস।

উন্মুক্ত করেছি হৃদি-কুটীরের দ্বার,
কে আছ আশ্রয়-হীন এস, এস ভাই!
সবারে রাখিতে প্রাণে সাধ মোর যায়,
সবার মাঝারে আমি মিলাইতে চাই।
ভাল বাসিতাম আগে বিরল নির্জ্জন,
পত্রের মর্ম্মর মৃদু—ঘুঘুটির গান;
এখন একেলা থাকা বড়ই যাতন,
উঠিছে প্রাণের মাঝে মিলনের তান!
তোমাদেরি সুখে দুখে মিশাইয়া প্রাণ,
সাধ—হারাইব এই তুচ্ছ সুখ দুখ;
তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,
দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ।
এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,
জীবন-সমুদ্র-জলে ক্ষুদ্র বারি-কণা!

হেমা।

সসীম ধরণী হতে বটে সে গিয়েছে চলে—
হেথা আর নাই!
অনন্ত রাজত্বে তব, কোথা পুন পেলে স্থান
জানিবারে চাই।
ক্ষুদ্র রেণুকণা হতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি—
কারো নাহি নাশ;
দুরবল হিয়া তবু চোখের-আড়ালে নাথ,
আনে অবিশ্বাস!
তোমার মঙ্গল হস্ত, রেখেছে মঙ্গলে তারে—
তবু মরি শোকে;
সরল হৃদয় খানি, সুমিষ্ট হাসিটি তার—
জল আনে চোখে!
কোথা সে নবীন দেশে আবার নবীন-বেশে,
পেলে নব স্থান;
যদি কিছু জানা যায়, তবে বুঝি শান্তি পায়—
অবোধ পরাণ!

কত কথা মনে হয়, কতই যে পায় লয়
স্থধাব কাহারে ;—
মৃত্যু দেয় নব বেশ ?— তবে ত সকলি শেষ !
—কে চিনিবে কারে ?
তাই যবে কাছাকাছি, ক্ষীণ-হস্ত দিয়ে আছি
সবলে ধরিয়া ;—
তাই মরণের মাঝে দেখে সদা বিভীষিকা
দুরবল হিয়া !
জীবন মৃত্যুর মাঝে কত সংশয়ের স্তূপ—
ছোট বড় বিরাট আকার ;
যত লঙ্ঘিবারে চাই, তত ফেরে পড়ে যাই,
দুর্গম কান্তার !
দেখাও মৃত্যুর মাঝে প্রশান্ত মূরতি তব,
হে শিব-স্থন্দর !
কোথা সে বিজ্ঞান-শিখা— দূর কর বিভীষিকা
শিক্ষক-প্রবর !
দেখাও মৃত্যুর মাঝে, প্রশান্ত মূরতি তব
হে শিব-স্থন্দর !
মরণ হইয়া যাক জীবনের অন্তরঙ্গ
প্রিয় সহচর !

উপসংহার।

অনন্তে ভাবিয়া অন্ত হয় যদি, হক্ প্রাণ,
তাই আমি চাই।
রাশি রাশি ধুলা মাঝে মিশাবে ধূলির কণা,—
তাহে খেদ নাই!
এই বড় খেদ মনে, সময়ে অমূল্য নিধি
জেগে ঘুমাইয়া কত দিয়াছি ছাড়িয়া!
এই বড় খেদ মনে, চিনিতে না পেরে রত্ন
অযত্নে অঞ্চল হতে ফেলেছি ঝাড়িয়া!
এ খেদ রহিল মনে, পাইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ
দুই হাতে নারিনু বিলাতে;
পরের রতন সম, কৃপণের ধন সম,
আগুলি রহিনু দিনে রেতে!
রহিল বেদনা মনে, সুবিশাল সিন্ধু-হৃদি
ঢাকা নীল আকাশের তলে;—

কি তার বিশাল ঢেউ দেখিতে পেলে না কেউ,
—কত রত্ন দীপ্ত নীল জলে!
আমি ত অঙ্গার খণ্ড ছায়ে হব পরিণত,
চিহ্নমাত্র হইবে বিলীন;
কে জানিবে যুগান্তরে সংখ্যার সমষ্টি মাঝে
ছিল এক অতি ম্লান দীন!

শেষ।

লিখিবার সাধ 'শেষ', না পাই কিনারা,
অসীম অনন্ত-মাঝে হই দিশেহারা!
কিসের লিখিব শেষ, থেকে মাঝ-খানে?—
কে জানে কোথায় শেষ মানব পরাণে!
কোথা অশ্রু-পারাবার—দেখিতে না পাই,
হয়নি আশার শেষ বেঁচে আছি তাই!
তবে কি লিখিব 'শেষ'—গান সমাপন?—
হায় রে হবে কি কভু থাকিতে জীবন!
লিখিব কি তবে শেষ হল অশ্রু-কণা?—
তা্হলে মুহূর্ত্ত তরে আর বাঁচিব না!

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

কে তুমি বিধবা-বালা খুলিয়ে উদাস-প্রাণ,
আধ-চাপা-চাপা-স্বরে গাহিছ খেদের গান!
দীর্ঘশ্বাসে কথাগুলি যেন ভেঙে ভেঙে যায়,
সরমে হৃদয় যেন সব না ফুটিতে চায়!
উচ্ছ্বসিত অশ্রুনদী প্রবাহিতে যেন মানা,
অপাঙ্গে কাঁপিছে তাই শুধু এক অশ্রুকণা!
প্রাণে যার মর্ম্মবিদ্ধ জীবন্ত জ্বলন্ত আশা,
মিশিব প্রকৃতির সনে যদি থাকে ভালবাসা,
দেহমাত্র ছাড়াছাড়ি;—দেহ হলে ছারখার,
দুটী দীপশিখা মিশে উভে হব একাকার;—
এমন বিশ্বাসবজ্রে বাঁধান হৃদয় যার,
তাঁর সমা সধবা গো! ভূমণ্ডলে কোথা আর!
আপনি প্রকৃতি-সতী গাঁথি মালা নব ফুলে—
নব পরিণয় তরে অনন্তের উপকূলে
দাঁড়ায়ে আছেন দেবী, ধরিয়ে বরণডালা;—
—চিরমিলনের সুখ জাগিবে, জাগিবে বালা!

বাসর-আসর হবে মহাশূন্যে মহালোকে,
সখার তরুণ-কান্তি নেহারিবে দিব্য-চোখে,
পৃথিবীর দুষ্ট বায়ু সেখানে পশিতে নারে,
দেহের কালিমা-ছায়া সেথা না পড়িতে পারে,
প্রাণে প্রাণে সম্মিলন যমুনা-জাহ্নবী-পারা,
অনন্ত বিহারক্ষেত্র—অনন্ত অমৃতধারা,
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব—
এই ত বিবাহ শুভ,—এ বিবাহ হবে তব।
পরলোকে দেখা হবে এ বিশ্বাস নহে ভুল,
নহে এ স্বপ্নের ছায়া, কল্পনা-লতিকা-ফুল!
যাও বিজ্ঞ দার্শনিক মানি না তোমার কথা,
ন্যায়ের হেঁয়ালি-রঙ্গ শুষ্ক-তর্ক-কুটিলতা!
আন এক পরমাণু পুনঃপুনঃ কর ভাগ,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হয়ে যাগ,
সেই সূক্ষ্মতম টুকু কার সাধ্য করে লয়,
প্রকৃতি জননী যে গো! প্রকৃতি রাক্ষসী নয়।
যা ছিল তা রহিয়াছে যা আছে তাহাও রবে,
একেবারে নির্ব্বাপিত নিঃশেষিত নাহি হবে—

ওই যে গাহিল পাখী, আবার থামিল গান,
থামিল মর্ত্তের কর্ণে, কিন্তু নহে অবসান ;—
—ও গানের প্রতি স্বর, প্রত্যেক কম্পন তার,
বায়ুস্তর ছাড়ি আছে সূক্ষ্ম ব্যোমপারাবার,—
সেখানে হিল্লোলে উহা অবাধে চৌদিকে ধায়,
পৃথিবীর টানাটানি সেথা না যাইতে পায়,
ওই যে ফুলের গন্ধ, ওই যে বাঁশীর রব,
ফুল যাক্, বাঁশী যাক্, শূন্যেতে মিলিছে সব ;—
শিশুটির কচি হাসি, যৌবনের প্রেমোচ্ছ্বাস,
যুগান্ত-বিরহ পরে মিলনের দীর্ঘশ্বাস,
সুপ্ত রুগ্ন শিশু কোলে জননীর আশীর্ব্বাদ,
প্রেমের প্রথম অঙ্কে আধ-ফুটো যত সাধ—
সেই শূন্যে তোলা আছে, কিছুই পায়নি লয়,—
প্রকৃতি গুছান মেয়ে, প্রকৃতি উন্মাদ নয়।
শিশুকালে করেছি যে জননীর স্তনপান,
শিশুকালে জননী যে করেছেন চুমুদান,
সেই দুগ্ধ, সেই চুমু, এখন গিয়াছে কোথা ?
জীবনের গাঁটে গাঁটে বিজড়িত আছে গাঁথা।

এই যে ফুটন্ত ফুল কাল ছিল কলি-প্রায়,
কালিকার রবিকর লেগেছিল ওর গায়,
আজ ত নূতন রবি নব কর করে দান,
কালিকার রবি তবু ফুলটিতে বিদ্যমান—
যা ছিল তা উবে যাবে, এ কভু সম্ভব হয় ?
প্রকৃতি জননী যে গো, প্রকৃতি রাক্ষসী নয় !
আকর্ষণ-শক্তিবলে কেন্দ্রস্থিত চারি ধার,
গ্রহ উপগ্রহ লয়ে ছোটে সৌর-পরিবার,
প্রত্যেক অণুটি টানে অণুরে আপন কাছে,
সুদূর হলেও আঁটা সুমেরু কুমেরু আছে,
চন্দ্রের আভাসমাত্রে সমুদ্র উথলে উঠে,
কেন্দ্রভ্রষ্ট ধূমকেতু সেও সূর্য্যপানে ছুটে ।
হৃদয়ে হৃদয় টানে ;—থাকুক না ব্যবধান ;
মশানে শ্রীমন্তে বাঁধে, শ্রীমন্ত ফুকারে কাঁদে,
কৈলাসে কৈলাসেশ্বরী আকুল-ব্যাকুল প্রাণ !
দুর্ব্বাসার চক্রে পড়ি দ্রৌপদী আপনা-হারা,
হেথায় দ্বারকাপুরে যদুপতি ভেবে সারা,
এ নহে প্রলাপবাক্য—প্রকৃতির পরিচয়,

ভালবাসা মোহমন্ত্র ;—স্থধু আকর্ষণ নয়।
থাকুক না প্রিয়জন সপ্তর্ষিমণ্ডল পার,
থাকে যদি ভালবাসা, অবশ্য পূরিবে আশা,
শত বিঘ্ন অতিক্রমি মিশিব পরাণে তার!
থাকুক না প্রিয়জন সপ্তর্ষিমণ্ডল পার।
লক্ষ্য রাখ পতি প্রতি কায়মনোবাক্যপ্রাণে—
স্থিরদৃষ্টি অরুন্ধতী যেমন ধ্রুবের পানে ;
আবার মিলন হবে যমুনা-জাহ্নবী-পারা,
অনন্ত বিহারক্ষেত্র অনন্ত অমৃতধারা,
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব,—
এই ত বিবাহ শুভ ;—এ বিবাহ হবে তব !